নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

“দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়) (সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প

শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৭

ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস এর পরামর্শকবৃন্দ

১। অধ্যাপক ডঃমোঃসাইফুল ইসলাম
দল প্রধান , নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

২। ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শাহ আলম
বায়োগ্যাস বিশেষজ্ঞ, নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

৩। ডঃ মোঃ দিললুর রহমান
সমাজবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ, নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

৪। কাজী মোঃ মিরাজুল ইসলাম
পরিসংখ্যানবিদ, নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

৫। ইঞ্জিঃ মোঃ হাবিবুর রহমান,
নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয়কারি

আইএমইডির কর্মকর্তাবৃন্দ

১। জনাব বেগম নাসিমা মহসিন
মহাপরিচালক

২। জনাব মোঃ বজলুর রশীদ
পরিচালক

৩। জনাব পলি কর
সহকারি পরিচালক

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি),
শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টর
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এবং

ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস
সাউথ এভিনিউ টাওয়ার (৫ম তলা, ব্লক-এ),৭ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১,
ঢাকা, বাংলাদেশ

জুন, ২০১৭

সূচিপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ ii

Abbreviation and Glossary iv

প্রথম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের বিবরণ ১

১.১ প্রকল্পের পটভূমি ১

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ১

১.৩ প্রকল্পের প্রধান কাজসমূহ ১

১.৪ প্রকল্পের অনুমোদন/ সংশোধন ১

১.৫ সংক্ষিপ্ত অংগভিত্তিক বিবরণ ২

১.৬ প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা ৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি ৪

২.১ পরামর্শকের কার্যপরিধি ৪

২.২ প্রতিবেদন প্রণয়নে কর্ম পরিকল্পনা ৪

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রকল্পের সার্বিক ও অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা, বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণ ১১

৩.১ প্রকল্পের সার্বিক ও অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ১১

৩.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন ও পর্যালোচনা ১২

৩.৩ প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পর্যালোচনা ১৪

৩.৪ পাইলট প্রকল্প ও চলতি প্রকল্প (ফেজ ২) এর তুলনামুলক বিশ্লেষণ ১৫

৩.৫ সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা ১৬

৩.৬ প্রকল্প মেয়াদে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কর্মপরিকল্পনা ১৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ১৮

পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহের তথ্য পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য এবং সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ২৮

সপ্তম অধ্যায়ঃ প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ২৯

অষ্টম অধ্যায়ঃ SWOT Analysis ৩২

নবম অধ্যায়ঃ সুপারিশ ৩৪

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ প্রশ্নমালা সেট-১ উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা ৩৫

পরিশিষ্ট ২ : প্রশ্নমালা সেট-২ প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট জনবল/বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধিদের জন্য ৩৮

পরিশিষ্ট ৩ : প্রশ্নমালা সেট-৩ বেসরকারি উদ্যোক্তাদের/ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের জন্য ৪০

পরিশিষ্ট ৪ : প্রশ্নমালা সেট-৪ স্থানীয় বেকার যুবকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা ৪৩

পরিশিষ্ট ৫ : প্রশ্নমালা সেট-৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহ সংক্রান্ত বিভিন্ন ৪৪

পরিশিষ্ট ৬: এফজিডি পরিচালনার জন্য চেকলিষ্ট ৪৬

পরিশিষ্ট ৭: এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা ৪৭

পরিশিষ্ট ৮: কেস ষ্টাডির জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ও বিবরণ ৫১

পরিশিষ্ট ৯: নিবিড় সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারি কর্মকর্তাদের তালিকা ৫৩

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বায়োগ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন, উন্নতমানের জৈব সার তৈরি এবং জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে সংশোধিত মোট ৬২১৯.১২ লক্ষ টাকায় জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের, ৬১টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে রান্না এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সম্ভাবনা উন্মোচন, ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তার, বায়োগ্যাস প্লান্টে পচনশীল বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা, রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং বন উজাড় রোধ করে দেশের ইকো-সিস্টেমের উন্নয়ন, খামারে বায়োগ্যাস পদ্ধতি প্রবর্তনের সুবিধা সম্পর্কে ডেইরি ও পোল্ট্রি খামারি, স্থানীয় নেতা ও যুবনেতাদের সচেতন করা, জৈব বর্জ্যের চক্রায়নের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জৈব সার উৎপাদন, গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে তারা এ অতিরিক্ত সময় অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় করতে পারেন।

প্রকল্পের প্রধান কাজসমূহ হলো বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, প্লান্ট স্থাপনের জন্য ভর্তুকি প্রদান, আবর্তক ঋণ সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদানসহ লজিস্টিক সহায়তা প্রদান।

পরামর্শক সংস্থার কার্যপরিধি হলো প্রকল্পের বিবরণ, বরাদ্দ ব্যয়সহ সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা, প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী, প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও ঝুঁকি মোকাবেলায় যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রণয়ন।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমটি একটি বর্ণনামূলক অনুসন্ধান বাস্তবায়নের জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস হতে গুণগত ও সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে মূলত গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সুবিধাভোগিদের নমুনার আকার নির্ধারণ করে প্রকল্প এলাকার ৬৬টি উপজেলার শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ ২৭টি উপজেলার প্রতিটি থেকে ২৯ জন করে মোট ৭৮৩ জন যুব উদ্যোক্তা নির্বাচন করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। নমুনায়িত উপজেলায় কোষ্টাল, হাওর এবং কম সম্ভাবনাময় এলাকার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

এছাড়াও স্থানীয় সরকারি বেসরকারি সংস্থার উত্তরদাতা ৫৪ জন, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প জনবল ৫৪ জন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার ২৭ জন, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ২৭ জন এবং স্থানীয় বেকার যুবক ২৭ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মোট ৯৭২জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকালে নির্বাচিত উপজেলায় ১০টি এফজিডি ও ৫ টি কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। অধিকন্তু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিয়ে ২৭ এপ্রিল ২০১৭ কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায় স্থানীয় পর্যায়ে একদিনের একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও মাইল-ফলক অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তব ও আর্থিক দিক থেকে অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থায়নের ও বাস্তব অবস্থা হলো জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৭৩০.৪৫ লক্ষ টাকা যা মূল অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের ২৭.৮৩%। প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি (২০১৬-২০১৭) অর্থ বছরের এডিপিতে ১৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলতি অর্থ বছর মে ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৩৪৮.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৪০৭৫ টি (লক্ষ্যমাত্রা ৩১,০০০ টির তুলনায় প্রায় ১৩.১৫%) বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৬,৮৮৯টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০,০০০টি প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে

মে ২০১৭ পর্যন্ত ৬৩৮৫টি (ক্রমপুঞ্জিত ১০,৪৬০/৩৩.৭৪%) প্লান্ট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত আরো ১০০০টি সহ সর্বমোট ১১,৪৬০টি (ক্রমপুঞ্জিত ৩৬.৯৭%) হতে পারে। এ পর্যন্ত রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড খাতে ১,১৩৬.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৮.৭% ।

প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বড় ধরণের কোন প্যাকেজ ক্রয় করা হয়নি। সর্বোচ্চ ক্রয় ৮৪.০৭ লক্ষ টাকায় রেজিষ্ট্রেশন ব্যয়সহ ৬২টি ১০০সিসি হিরো ডিল্যাক্স মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে , ৪৮.১৭ লক্ষ টাকায় ৬৯সেট কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা হয়েছে, যা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করা হয়েছে, ৪৮.১৮ লক্ষ টাকায় আসবাবপত্র ক্রয়, দৈনিক ৩২০০ টাকা হারে ভাড়ায় গাড়ী সংগ্রহ করা হয়েছে (ভাড়ায় গাড়ী খাতে ২৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে)। বাকী দুইটি আইটেম যথাক্রমে শর্টফিল্ম সংগ্রহ ৩.০০ লক্ষ টাকা এবং এসি সংগ্রহ ৩.০০ লক্ষ টাকা। প্যাকেজ গুলো ক্ষুদ্র এবং নির্ধারিত টাকার মধ্যে ক্রয় করা হয়েছে এবং ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে জরিপ এবং পরিদর্শন করে দেখা যায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বায়োগ্যাস প্লান্ট গুলোর গুণগত মান এবং পরিমাণ প্রকল্প অফিস কর্তৃক দেয়া তথ্য অনুযায়ী সঠিক আছে।

প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগিদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে , শতকরা ৯৯.৯ ভাগ প্লান্টই চালু আছে , নিয়মিত কাঁচামাল পেয়ে থাকেন, শতকরা ৭০.১ ভাগ প্লান্ট মালিক প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়ে প্লান্ট স্থাপন করেছেন , শতকরা ৯৮.৭ ভাগ প্লান্ট মালিক নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করছেন। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার মাধ্যমে ৯৯.২ ভাগ প্লান্ট মালিক লাভবান হয়েছেন, এবং বাস্তবতার আলোকে শতভাগ প্লান্ট মালিক অনুরূপ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং প্রকল্পের সম্প্রসারণ প্রত্যাশা করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের/ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এবং স্থানীয় বেকার যুবকদের তথ্য বিশ্লেষণ করে ও অনুরুপ ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়। তাছাড়া এফজিডি , কেস স্টাডি ও নিবিড় সাক্ষাৎকার থেকেও প্রকল্পের বিভিন্ন ইতিবাচক ও দুর্বল দিক উঠে আসে।

পরিশেষে প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করা হয়ঃ

- যুব উন্নয়নের অন্যান্য প্রকল্পের সাথে “IMPACT” প্রকল্পের লিংকেজ স্থাপন করা যেতে পারে,
- গ্রামীণ জনগণকে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং প্লান্টের বর্জ্য সরাসরি জমিতে সার ও পুকুরে সার হিসেবে প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ প্রচারাভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে,
- দেশের অন্যান্য উপজেলায় যেখানে কাঁচামালের প্রাপ্যতা রয়েছে সেখানে অনুরুপ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা যেতে পারে,
- বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি দেশের সম্ভাবনাময় এলাকায় সম্প্রসারণের জন্য পরবর্তী পর্যায় এখন থেকেই প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে,
- প্রকল্প জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা, প্রকল্পের জনবলকে মাঠ পর্যায়ে অধিক ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহনে উৎসাহিত করা,
- ভর্তুকি ও ঋণ সহায়তার টাকা যথাসময়ে প্রদান করা যেতে পারে , ভর্তুকির পরিমান প্লান্টের আয়তন অনুসারে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ পদ্ধতি অধিকতর সহজ করা যেতে পারে।
- সঞ্চালন লাইনে ময়লা/ পানি জমে গ্যাস-সঞ্চালন বাঁধাগ্রস্থ হওয়ার বিষয়টি নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে উত্তরণ করা যেতে পারে।

প্রকল্পটি পরিবেশ বান্ধব ও জনমুখী। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ জনগণের নানাবিধ সুবিধা হচ্ছে। প্রকল্পটি সম্ভাবনাময় এলাকায় সম্প্রসারিত হলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক জ্বালানি চাহিদা পূরণ হবে । প্রাকৃতিক /এলপিজি , গ্যাসের নির্ভরশীলতা কমে আসবে । ক্ষুদ্র ব্যবসা , আত্নকর্মসংস্থান ও কুটির শিল্প বৃদ্ধি পাবে । গ্রামীণ জনপদের জীবন যাত্রার মানের উন্নতিসহ অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়ক হবে।

Abbreviations and Glossary

CS	Community Supervisor
DPP	Development Project Proforma
DYD	Department of Youth Development
FGD	Focus Group Discussion
GOB	Government of Bangladesh
HOPE	Head of Procuring Entity
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IMPACT	Integrated Management for Poverty Alleviation through Comprehensive Technology
JDCF	Japan Debt Cancellation Fund
LPG	Liquified Petroleum Gas
NG	Natural Gas
NOA	Notification of Award
PPA	Public Procurement Acts
PPR	Public Procurement Rules
RDPP	Revised Development Project Proforma
SWOT	Strength, Weakness, Opportunity and Threat

প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বায়োগ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন, উন্নতমানের জৈব সার তৈরি এবং জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেডিসিএফ অর্থায়নে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ১০(দশ)টি উপজেলায় মোট ২০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ থেকে জুন ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৩৭৯৪.৮৬ (সংশোধিত জিওবি ৫১২১.৭৮ লক্ষ, ফেজ-১ থেকে স্থানান্তরিত ঋণ তহবিল ১০৯৭.৩৪ মোট ৬২১৯.১২ লক্ষ টাকা) লক্ষ টাকায় জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের, ৬১টি জেলার ৬২টি উপজেলায় (সংশোধিত ৬৬টি উপজেলা) আলোচ্য বিনিয়োগ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান হবে, অন্যদিকে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে জ্বালানি কাঠের বিকল্প হিসাবে রান্নার কাজে ব্যবহার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। এছাড়া এর মাধ্যমে দুষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তাসহ কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য জৈব সার উৎপাদন করা যাবে।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে রান্না এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সম্ভাবনা উন্মোচন করা;
- ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তার করা;
- বায়োগ্যাস প্লান্টে পচনশীল বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা;
- রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং বন উজাড় রোধ করে দেশের ইকো-সিস্টেমের উন্নয়ন করা;
- খামারে বায়োগ্যাস পদ্ধতি প্রবর্তনের সুবিধা সম্পর্কে ডেইরি ও পোল্ট্রি খামারি, স্থানীয় নেতা ও যুবনেতাদের সচেতন করা;
- জৈব বর্জ্যের চক্রায়নের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জৈব সার উৎপাদন করা;
- গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে তারা এ অতিরিক্ত সময় অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় করতে পারেন।

১.৩ প্রকল্পের প্রধান কাজসমূহ

- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন (৩১,০০০টি),
- প্লান্ট স্থাপনের জন্য ভর্তুকি প্রদান (প্রতি জনে ৫,০০০.০০ টাকা করে ৩১,০০০ জনকে),
- আবর্তক ঋণ সহায়তা প্রদান (১ম পর্যায় হতে স্থানান্তরিত ফান্ডসহ ২,০৯৭.৩৪ লক্ষ টাকা),
- প্রশিক্ষণ প্রদান (১,২৩৬টি ১৪৭.৬৩ লক্ষ টাকা),
- যন্ত্রপাতি (৬৫টি), কম্পিউটার (৭১টি) ও আসবাবপত্র ক্রয় (৬৮৯টি),
- মটরসাইকেল ক্রয় (৬৫টি) ইত্যাদি।

১.৪ প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন

বিষয়	মূল	সংশোধিত
অর্থায়ন	জিওবি	জিওবি
মোট টাকা	৩৭৯৪.৮৬ লক্ষ টাকা	৬২১৯.১২ লক্ষ টাকা
অনুমোদনের তারিখ	২৬/১/২০১৪	১/১২/২০১৫
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৮	জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৮
এলাকা	বাংলাদেশের ৭ বিভাগের, ৬১ টি জেলার ৬২ টি উপজেলা	বাংলাদেশের ৭ বিভাগের, ৬১ টি জেলার ৬৬ টি উপজেলা

১.৫ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বিবরণঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের বিবরণ		পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	
	(ক) রাজস্বঃ				
১	কর্মকর্তাদের বেতন		১২৭ জন	৩৯৯.১১	২৩৭৩.৪৭
২	কর্মচারীদের বেতন		২৫১ জন	৪০৭.৬৪	
৩	ভাতাদি		৩৭৮ জন	৯৩৪.৫৩	
৪	ভ্রমন ব্যয়		৪৪২ জন	১৪২.০০	
৫	অফিস ভাড়া		৬৫	৩০.০০	
৬	ডাক		৬৬	৩.১০	
৭	টেলিফোন		০৩	৩.৪৬	
৮	ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট		০১	১.০০	
৯	বিদ্যুৎ		৬৫	৫.৯৬	
১০	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট		৬৫	৭২.২০	
১১	প্রিন্টিং			৫.০০	
১২	ষ্টেশনারী		৬৬	৬৯.৩০	
১৩	বই ও সাময়িকী			০.৮০	
১৪	স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরী		থোক	৩.০০	
১৫	বিজ্ঞাপন		থোক	৭.০০	
১৬	প্রশিক্ষন ব্যয় (দেশে)		১২৩৬টি	১৪৭.৬৩	
১৭	বৈদেশিক প্রশিক্ষন		১ টি	২০.০০	
১৮	সম্মানী			১৫.০০	
১৯	মূল্যায়ন		১টি	৩.০০	
২০	ভাড়ায় গাড়ি		১টি	২৫.০০	
২১	বিবিধ			৬০.০০	
২২	মেরামত ও সংরক্ষণ			১০.০০	
২৩	ভর্তুকি		৩১০০০	১৫৫০.০০	
	উপমোট (রাজস্ব)			**৩৯১৪.৭৩**	
	(খ) মূলধনঃ				
২৪	যানবাহন সংগ্রহ	ক্রয় কার্যক্রম	৬৫টি	১০১.২০	২০৭.০৫
২৫	যন্ত্রপাতি সংগ্রহ		৬৫টি	৭.৮৬	
২৬	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ		৭১টি	৪৯.৮০	
২৭	আসবাবপত্র সংগ্রহ		৬৬৯টি	৪৮.১৯	
২৯	(ক) রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড			১০০০.০০	
	(খ) ১ম পর্যায় হতে স্থানান্তরিত রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড			১০৯৭.৩৪	
	মোট ক্রেডিট ফান্ড			২০৯৭.৩৪	
	উপমোট (মূলধন)			**২৩০৪.৩৯**	
	মোট (রাজস্ব+মূলধন)			**৬২১৯.১২**	

প্রকল্পের মোট বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান ৬২১৯.১২ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে রাজস্ব খাতে ৩৯১৪.৭৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। রাজস্ব ব্যয়ের অন্যতম খাত হচ্ছে কর্মকর্তা ও কর্মচারী দের বেতন-ভাতা, যাতে মোট ২৩৭৩.৪৭ লক্ষ টাকা। রাজস্ব ব্যয়ের দ্বিতীয় বড় খাত হচ্ছে ভর্তুকি। ভর্তুকি বাবদ ১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।

মূলধন খাতে প্রকল্পের বাকি ২৩০৪.৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এর অন্যতম উপাদান হচ্ছে ক্রেডিট ফান্ড ২০৯৭.৩৪ লক্ষ টাকা ও ক্রয় কার্যক্রম বাবদ ২০৭.০৫ লক্ষ টাকা।

১.৬ প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা

জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৭৩০.৪৫ লক্ষ টাকা যা মূল অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের ২৭.৮৩%। প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি (২০১৬-২০১৭) অর্থ বছরের এডিপিতে ১৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মে ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৩৪৮.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৪,০৭৫ টি (লক্ষ্যমাত্রা ৩১,০০০ টির তুলনায় প্রায় ১৩.১৫%) বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছর ২০১৬-১৭তে ৬,৮৮৯ টির বিপরীতে ১০,০০০টি প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে মে ২০১৭ পর্যন্ত ৬৩৮৫ টি (ক্রমপুঞ্জিত ১০,৪৬০/৩৩.৭৪%) প্লান্ট স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত আরো ১০০০টি সহ সর্বমোট ১১,৪৬০টি (ক্রমপুঞ্জিত ৩৬.৯৭%) হতে পারে। এ পর্যন্ত রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড খাতে ১,১৩৬.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৮.৭%।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি

২.১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ ব্যয়সহ সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(২) প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির বাস্তব ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে/পর্যায়ে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা মতামত প্রদান;

(৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPA-২০০৬/PPR-২০০৮) প্রতিপালিত করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য ও সেবা পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় জনবল সহ আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/ পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমনঃ অর্থায়নে বিলম্ব পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(৭) প্রকল্পের আওতায় আত্নকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবকদের বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং এর প্রভাব সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;

(৮) অনুমোদিত আরএডিপি'র লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকল্পের আওতায় লক্ষ অর্জনের (স্থাপিত বায়োগ্যাস প্লান্ট) তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং নির্মিত প্লান্টের পরিমাণগত এবং গুণগত বিষয়ের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;

(৯) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাইড লাইনের আলোকে ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি ও ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন পদ্ধতি বিশ্লেষণ এবং ঋণ বিতরণ ও পরিশোধ পর্যায়ে ত্রুটি বিচ্যুতি (যদি থাকে) চিহ্নিত করা;

(১০) প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রণয়ন;

(১১) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা নিরুপণ এবং বিশেষ সফলতা (যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;

(১২) প্রকল্পের আওতায় exit plan সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত প্রদান;

(১৩) পর্যবেক্ষণের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন;

(১৪) ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

২.২ প্রতিবেদন প্রণয়নে কার্যপদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমটি মূলত একটি বর্ণনামূলক স্টাডি যা বাস্তবায়নের জন্য প্রধানত গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ছে। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস হতে গুণগত ও সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়ছে।

সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় প্রকল্প সম্পর্কিত ডকুমেন্ট বিশদভাবে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম (দরপত্র আহবান , দরপত্র মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি) পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও মাইলফলক অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তব ও আর্থিক দিক থেকে অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা হয়েছে।

প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহঃ পরামর্শকগণ প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পরিদর্শন করেছেন। পরামর্শকগণ নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে নির্ধারিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কাজ, বর্তমান অবস্থা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সুবিধাভোগিদের তথ্য পর্যবেক্ষণ করেছেন। পরামর্শকগণ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন।

মাঠ পরিদর্শনঃ পরামর্শকগণ মাঠ পরিদর্শন করেছেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের মান বিশেষ করে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কাজ, ক্রয় (যন্ত্রপাতি, যানবাহন) এবং জনবল নিয়োগ ইত্যাদি যাচাই করেছেন।

পরামর্শকগণ স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং অবকাঠামো পরিদর্শন করেছেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যাদের বায়োগ্যাস প্লান্ট কাজ ও পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান আছে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তাঁরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ব্যাপকতা, যেমন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় কতটা ভূমিকা রাখছেন তা দেখেছেন।

পরামর্শকগণ প্রকল্পের প্লান্টের ডিজাইন পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সে ডিজাইন অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা দেখেছেন। ডিজাইন অনুসরণ করা না হলে অনুসরণ না করার যৌক্তিকতা জানার চেষ্টা করেছেন এবং পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক মূল্যায়ন করেছেন।

পরামর্শকগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল্যায়ন করেছেন। প্রকল্পটি লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব কিনা, প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক সহনশীলতা বজায় থাকছে কিনা, প্রধান সক্ষমতা এবং দুর্বলতা কি এবং কিভাবে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা যায় ইত্যাদি বিষয় মূল্যায়ন করেছেন।

নমুনা ডিজাইন ও নমুনার আকারঃ নমুনা নির্ধারণের জন্য ক্লায়েন্ট কর্তৃক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার ৬৬ উপজেলার ৪০% (ToR পৃষ্ঠা-৭২) অর্থাৎ ২৭টি উপজেলা নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। জরিপের জন্য ২৭ টি নমুনা উপজেলা পারপাসিভ স্যাম্পলিং এর ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়। বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক ২৭ টি নির্বাচিত উপজেলার তালিকা নিম্নরুপঃ

বিভাগ	নির্বাচিত প্রকল্প জেলা	নির্বাচিত প্রকল্প উপজেলা	নির্বাচিত উপজেলার ক্রমিক নম্বর	মন্তব্য
১. ঢাকা	০১. ঢাকা	০১. ধামরাই	১	সম্ভাবনাময় এলাকা
	০৫. মাদরীপুর	০৫. শিবচর	২	অনগ্রসর এলাকা
	০৬. মানিকগঞ্জ	০৬. ঘিওর	৩	সম্ভাবনাময় এলাকা
	০৭. জামালপুর	০৭. মেলান্দহ	৪	সম্ভাবনাময় এলাকা
	১০. কিশোরগঞ্জ	১০. কটিয়াদী	৫	হাওড় এলাকা
	১৫. ফরিদপুর	১৫. সালতা	৬	সম্ভাবনাময় এলাকা
	১৭.শরীয়তপুর	১৭. দামুড্ডা,	৭	অনগ্রসর এলাকা
২.চট্টগ্রাম	১৯. কক্সবাজার	২০. উখিয়া	৮	কোস্টাল এলাকা
	২০. চাঁদপুর	২২. হাজীগঞ্জ	৯	সম্ভাবনাময় এলাকা
	২২. লক্ষ্মীপুর	২৪. রামগঞ্জ	১০	অনগ্রসর এলাকা
	২৪.কুমিল্লা	২৬. কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	১১	অনগ্রসর এলাকা
	২৫. ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৭. নাছির নগর	১২	হাওড় এলাকা
৩.রাজশাহী	২৮. নওগাঁ	৩০. মহাদেবপুর	১৩	সম্ভাবনাময় এলাকা
	৩০. বগুড়া	৩১. শাজাহানপুর	১৪	সম্ভাবনাময় এলাকা
	৩২. সিরাজগঞ্জ	৩৪. উল্লাপাড়া	১৫	সম্ভাবনাময় এলাকা

৪. রংপুর	৩৫. দিনাজপুর	৩৬. বীরগঞ্জ	১৬	সম্ভাবনাময় এলাকা
	৩৭. গাইবান্ধা	৪০. সাঘাটা	১৭	অনগ্রসর এলাকা
	৪০. লালমনিরহাট	৪৩. হাতিবান্ধা	১৮	অনগ্রসর এলাকা
৫. খুলনা	৪২. খুলনা	৪৫. ডুমুরিয়া	১৯	অনগ্রসর এলাকা
	৪৭. ঝিনাইদহ্	৫০. কালিগঞ্জ	২০	অনগ্রসর এলাকা
	৫১. মেহেরপুর	৫৫. মুজিবনগর	২১	সম্ভাবনাময় এলাকা
৬. বরিশাল	৫৩. ঝালকাঠী	৫৭. নলছিটি	২২	কোস্টাল এলাকা
	৫৫. ভোলা	৫৯. লালমোহন	২৩	কোস্টাল এলাকা
	৫৭. বরগুনা	৫৮. বেতাগী	২৪	অনগ্রসর এলাকা
৭. সিলেট	৫৮. সিলেট	৬২. জৈন্তাপুর	২৫	অনগ্রসর এলাকা
	৫৯. সুনামগঞ্জ	৬৩. দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	২৬	অনগ্রসর এলাকা
	৬০. মৌলভীবাজার	৬১. বড়লেখা	২৭	সম্ভাবনাময় এলাকা

সুবিধাভোগীদের নমুনার আকারঃ সুবিধাভোগীদের নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য প্রকল্প এলাকায় শতকরা যুবকের হার ব্যবহার করা হয়েছে। আইএমইডি'র টেকনিক্যাল কমিটির সভায় সর্বোচ্চ নমুনার জন্য ৫০% Prevalence rate ধরার পরামর্শ দেয়া হয়। এই ধরণের গবেষণার বিষয়ে নমুনার পরিমাণ ৯৫% কনফিডেন্স লেভেল ও ৫% সিগ্নিফিকেন্স লেভেল বিবেচনায় নেয়া হয়। মাল্টি-স্টেজ নমুনা সংগ্রহের জন্য ডিজাইন ফ্যাক্টর ২.০০ ধরা হয়েছে। প্রদত্ত প্রিভ্যালেন্স হার, কনফিডেন্স লেভেল এবং ডিজাইন ইফেক্ট অনুযায়ী নমুনার পরিমাণ নিম্নরূপ ফরমুলার মাধ্যমে নিরুপণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{Z_{0.95}^{2} pq(deff)}{e^{2}} = 768$$

যেখানে n = নমুনার পরিমাণ (Sample size)
p = Prevalence rate (সর্বোচ্চ নমুনার জন্য) = ৫০% =০.৫০
q = ১-p = ১-০.৫০=০.৫০
deff = design effect = ২.০,
$Z_{০.৯৫}$ =১.৯৬
e= Level of significance = ০.০৫

জরিপ কাজের জন্য ২৭টি অনুমোদিত উপজেলায় কোষ্টাল, হাওর, সম্ভাবনাময় এবং অনগ্রসর এলাকার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। জরিপ কাজের জন্য ২৭টি উপজেলার প্রতিটি থেকে ৭৬৮/২৭=২৯ জন করে সুবিধাভোগী যুব উদ্যোক্তা নির্বাচন করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে প্রকল্প এলাকার তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা ব্যবহার করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট তথ্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় কার্যালয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। শ্রেণিভিত্তিক উত্তরদাতাদের সংখ্যা নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হল।

সারণি ২.১: শ্রেণী (ধরন) ভিত্তিক উত্তরদাতারদের সারণি

	উত্তরদাতাদের ধরন	সংখ্যা
১	বায়োগ্যাস প্লান্ট উদ্যোক্তা উত্তরদাতা (২৯ X ২৭)	৭৮৩ জন
২	স্থানীয় সরকারি বেসরকারি সংস্থার উত্তরদাতা (২ X ২৭)	৫৪ জন
৩	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প জনবল (২ X ২৭)	৫৪ জন
৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার (১ X ২৭)	২৭ জন
৫	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ (১ X ২৭)	২৭ জন
৬	স্থানীয় বেকার যুবকগণ (১ X ২৭)	২৭ জন
	মোট	**৯৭২** জন

প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট তৈরিঃ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের নমুনা ভিত্তিক তথ্যসংগ্রহের জন্য সংগঠিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে। পরামর্শকগণ কর্তৃক ব্রেইনস্টর্মিং করে, ফিল্ড টেষ্টিং এবং আইএমইডি এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করে প্রশ্নমালা ও চেকলিষ্ট চূড়ান্ত করা হয়। গুণগত ও সংখ্যাগত তথ্যসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়।

সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণঃ টিম লীডার এর নেতৃত্বে অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ ও ফার্মের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন করে তথ্য সংগ্রহকারি নির্বাচন করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারি প্রধানত: মাস্টার্স্ ডিগ্রীধারি যারা মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। চারটি মাঠ জরিপ দল, প্রতি দলে দুইজন করে তথ্য সংগ্রহকারি এবং একজন সুপারভাইজার ছিলেন। ৩ জন করে ৪টি দল ২৭টি উপজেলায় (প্রতি দল ৬/৭ উপজেলায়) কাজ করার জন্য নিয়োগ করা হয়।

মাঠ সুপারভাইজার এবং তথ্যসংগ্রহকারিগণকে বিস্তারিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যাতে তথ্য সংগ্রহের কৌশলে ও পদ্ধতিতে সমতা বজায় থাকে এবং তথ্য মান বজায় থাকে। তথ্য সংগ্রহকারী দলের জন্য ৩ (তিন) দিনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে ১ (এক) দিন ক্লাসরুমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ১ (এক) দিন হাতে কলমে মাঠে প্রশ্নমালা ও চেকলিস্ট প্রি-টেস্ট করা হয় এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে মত বিনিময় করা হয় এবং ১ (এক) দিন পর্যালোচনা করা হয়। মৌলিক বক্তৃতা ছাড়াও কিভাবে প্রশ্নমালা পূরণ করা হয়, দলগত আলোচনা করা হয়, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়, মুখ্য তথ্য সংগ্রহকারির সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয় এবং কেস স্টাডি করা হয় তথ্য সংগ্রহকারিগণকে তা শিখানো হয়, ক্লাসরুমে অভিনয় করা এবং প্রশ্ন-উত্তর পর্ব পরিচালনার আয়োজন করা হয়।

তথ্য সংগ্রহকারিদের দ্বারা মাঠ জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহঃ তথ্যসংগ্রহকারিগণ নমুনা মাফিক উত্তরদাতাদের নিকট থেকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। পরামর্শকগণ তথ্য সংগ্রহ নিবিড়ভাবে তদারকি করেন। চারটি জরিপ দল তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। সুপারভাইজারগণ মাঠে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম তদারকি করেন। তাঁরা তথ্য সংগ্রহকারি দলকে সব ধরনের টেকনিক্যাল এবং লজিস্টিক সমর্থন দেন। সুপারভাইজার মাঠে তথ্যসংগ্রহকারিদের নিকট থেকে দিনের শেষে পূরণকৃত প্রশ্নমালা, চেক-লিস্ট সংগ্রহ করেন এবং কর্মসূচি নিরীক্ষা করেন।

তথ্য সংগ্রহকারিদের জন্য নির্দেশনা ম্যানুয়েল তৈরি করা হয় যাতে তারা দক্ষতার সাথে সাক্ষাৎকার নিতে পারেন এবং মানসম্পন্ন পদ্ধতি বজায় রাখতে পারেন। ২১ কর্মদিবসে ৯৭২জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়, ১০টি এফজিডি এবং ৫ টি কেস্ ষ্টাডি সম্পন্ন করা হয়।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিঃ তথ্য সংগ্রহকারিগণ নির্ধারিত প্রকল্প এলাকা ভ্রমন করেছেন, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেছেন, যুব উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলেছেন, তাদেরকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তথ্য সংগ্রহকারিগণ তথ্য সংগ্রহের জন্য এলাকা নির্বাচন করেন এবং নমুনা উত্তরদাতা নির্বাচন করেন।

সংগৃহীত বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনার তালিকার উপর ভিত্তি করে উপজেলার নিকটস্থ বায়োগ্যাস প্লান্ট প্রকল্প এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ কাজ শুরু করা হয় এবং সুবিধামত আশে পাশের বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনকারিকে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়। তথ্য সংগ্রহকারিগণ উত্তরদাতাদের সাথে আলোচনা করেন এবং জরিপ কাজের জন্য তাদের অনুমতি নিয়েছেন। তথ্য অনুসন্ধানকারিগণ প্রশ্নমালা ব্যবহার করে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তা, অফিসিয়াল এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

তথ্য সংগ্রহকারীগণ প্রশ্নমালা সব সময় অকুস্থলেই পূরণ করেছেন। পূরণকৃত প্রশ্নমালা প্যাকেট করে উপজেলাভিত্তিক আবদ্ধ করে পরামর্শক দলের নিকট দাখিল করেছেন। অতপর বর্ণনামূলক প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত কম্পিউটারাইজড করা হয়।

মুখ্য তথ্যপ্রদানকারির সাক্ষাৎকারঃ তথ্যসংগ্রহকারিগণ নির্বাচিত এলাকার মুখ্য তথ্যপ্রদানকারির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সর্বমোট ১৩৫ জন মুখ্য তথ্য প্রদানকারির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, এনজিও কর্মকর্তা যাদের প্রকল্প ও জরিপ সম্পর্কিত জ্ঞান আছে তাদের মধ্যে থেকে মুখ্য তথ্যপ্রদানকারি নির্বাচন করা হয়।

মান সম্পন্ন অবকাঠামো - এর মূল্যায়নঃ পরামর্শকগণ প্রকল্পের স্থাপনা ও অবকাঠামোর মান পর্যবেক্ষণ করেন। নির্মাণ কাজের গুণগত মান, উপকরণের মান ও পরিবেশের মূল্যায়ন করেন। বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণের মেয়াদকাল ও হস্তান্তরের সময়কালেরও মূল্যায়ন করেছেন। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু বায়োগ্যাস প্লান্ট পরিদর্শন করে পরিবীক্ষণ ও

মূল্যায়ন করা হয়। সাধারানত ফিক্সড ডোম পদ্ধতিতে বায়োগ্যাস প্লান্টের ডিজাইন করা হয়ে থাকে। একটি প্লান্টের ৩টি অংশ থাকেঃ

(১) ইনলেট ট্যাংকঃ প্লান্টের কাঁচামাল প্রয়োজন অনুপাতে পানি মিশিয়ে ইনলেট ট্যাংকের মাধ্যমে ডাইজেস্টারে চার্জ করা হয়।

(২) ডাইজেস্টারঃ প্লান্টের মূল কাঠামো হচ্ছে ডাইজেস্টার। এটি সম্পূর্ণ ভাবে নি ছিদ্র তৈরী করা হয়ে থাকে। মূলত এর ভিতরে স্লারি জমা হয়। গ্যাস উৎপাদন হবার পর তা ডাইজেস্টারের উপরের অংশে স্টোরেজ চেম্বারে জমা হয় এবং সার্ভিস পাইপের মাধ্যমে চুলায় সংযোগ দেয়া হয়।

(৩) আউটলেট চেম্বারঃ ডাইজেস্টারে চার্জ করার পর গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়, ফলে স্টোরেজ চেম্বারে গ্যাস জমা হতে থাকে এবং নিম্নদিকে স্লারির উপরের অংশে নিম্নমুখী চাপ পেয়েই চাপের ফলে নিচের স্লারির আউটলেট দিয়ে বের হয়ে ফার্টিলাইজার পিটে জমা হয়। আউটলেট চেম্বারটি আয়তকার, বর্গাকার ও বৃত্তাকার আকৃতির নির্মান করা যায়।

চিত্র-১: বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কাজের মূল্যায়ন

সাধারনত জায়গা অনুযায়ী ও কাজের সুবিধামত আউটলেট চেম্বার ডিজাইন করা হয়। অনেক সময় আউটলেট চেম্বার ডাইজেস্টারের টপডোমের উপরই নির্মান করা হয়। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক এ মডেল ডিজাইন করা হয়েছে। সাধারনত প্লান্টের নির্মান খরচ সাশ্রয় করা , নির্মানের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকলে, এবং শক্ত ভারবাহী মাটি না থাকলে এ ডিজাইন অনুসরন করা হয়। ছোট প্লান্ট ১০০-২০০ সিএফটি সাইজের ক্ষেত্রে এভাবে ডোমের উপর আউটলেট নির্মান করা যায়, তবে সেক্ষেত্রে প্লান্টের গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ৫%-১০% কম হয়।

মান নিয়ন্ত্রণঃ পরামর্শকগণ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সতর্কতার সহিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করেছেন। এর মধ্যে প্রধান কাজগুলো ছিল- নমুনা নির্ধারণ, প্রশ্নপত্র তৈরি, যোগ্যতাসম্পন্ন তথ্য সংগ্রহকারি নিয়োগ, তথ্যসংগ্রহের কাজ তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করা ও নিখুঁতভাবে তথ্যের বিশ্লেষণ এবং তথ্যের উপস্থাপন ।

চিত্র-২: ফোকাস গ্রুপ আলোচনা(এফজিডি

ফোকাস গ্রুপ আলোচনাঃ ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে কম বেশি মূখ্য তথ্যদাতাদের (যেমন বায়োগ্যাস প্লান্ট উদ্যোক্তা, বেকার যুবক (যারা প্লান্ট স্থাপনে আগ্রহী), প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনবল/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্থানীয় প্রতিনিধি, অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তি/শিক্ষক- এর মতামত নেয়া হয়। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পর্ব একজন দক্ষ ফ্যাসিলিটেটর কর্তৃক পরিচালিত হয়, যিনি মুক্তভাবে কথা বলার এবং স্বত:স্ফুর্তভাবে মন্তব্য করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন যা তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সহায়ক হয়। কতিপয় নির্বাচিত উপজেলায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সংগঠিত হয়। তথ্য সংগ্রহকালে ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ভেন্যু ঠিক করা হয় এবং নির্বাচিত অংশগ্রহনকারিদের অবগত করা হয়। মোট ১০ টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা হয় এবং স্থান নির্বাচনের জন্য কোষ্টাল এলাকা, হাওর, সম্ভাবনাময় এলাকা ও কম সম্ভাবনাময় এলাকাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ফোকাস গ্রুপ আলোচনাটি টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে রেকর্ড করা হয় এবং লিখিতভাবেও নোট করা হয়। আইএমইডির অনুমোদনের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত উপজেলায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী ব্যাক্তিবর্গের তালিকা পরিশিষ্ট ৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ২.২: ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত উপজেলাসমূহ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	তারিখ	নির্বাচনের কারন
১. ঢাকা	১০. কিশোরগঞ্জ	১০.কটিয়াদী	২৭/০৪/২০১৭	সম্ভাবনাময় এলাকা
	১৭. শরীয়তপুর	১৭.দামুড্ডা,	১৫/০৪/২০১৭	কম সম্ভাবনাময় এলাকা
২.চট্টগ্রাম	২০. চাঁদপুর	২২. হাজীগঞ্জ	১৮/০৪/২০১৭	কম সম্ভাবনাময় এলাকা
	২৫. ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৭. নাছির নগর	৩০/০৪/২০১৭	হাওর এলাকা
৪. রংপুর	৪০. লালমনিরহাট	৪৩. হাতিবান্ধা	১২/০৪/২০১৭	কম সম্ভাবনাময় এলাকা
৫. খুলনা	৪২. খুলনা	৪৫. ডুমুরিয়া	১২/০৪/২০১৭	সম্ভাবনাময় এলাকা
৬. বরিশাল	৫৩. ঝালকাঠী	৫৭. নলছিটি	২৪/০৪/২০১৭	কোষ্টাল এলাকা
	৫৭. বরগুনা	৫৮. বেতাগী	২১/০৪/২০১৭	কম সম্ভাবনাময় এলাকা
৭. সিলেট	৫৯. সুনামগঞ্জ	৬৩. দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	৩০/০৪/২০১৭	হাওর এলাকা
	৬০. মৌলভীবাজার	৬১. বড়লেখা	২৪/০৪/২০১৭	কম সম্ভাবনাময় এলাকা

কেস ষ্টাডিঃ তথ্য সংগ্রহকালে তথ্য সংগ্রহকারিগণ নির্বাচিত কিছু উপজেলায় মোট ৫টি কেস ষ্টাডি করেন। কেস ষ্টাডিতে প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগির সর্বোচ্চ সফলতা এবং কম সফলতা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। সাথে সাথে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যাতে কেস ষ্টাডি হতে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রকল্প হতে অধিক সুবিধা অর্জন করা যায়। তথ্য সংগ্রহকারীগণ তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যের ভিত্তিতে কোন সুবিধাভোগির কেস ষ্টাডি করবেন তা ঠিক করেন।

নিবিড় সাক্ষাৎকারঃ নিবিড় সাক্ষাৎকার এ প্রকল্পের পরিবীক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিবিড় সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী কর্ম কর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট ৯ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিয়ে মাঠ পর্যায়ের কর্মশালাঃ তথ্য সংগ্রহকালে প্রকল্প এলাকায় একদিনের অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়। কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রাপ্ত তথ্যের মতবিনিময় করা। বিশেষ করে প্রকল্পের কাজের মান, বাস্তবায়ন, সময়কাল, অনুমোদিত সময় থেকে বিচ্যুতির কারণ এবং ফলাফল, সেবা প্রদান, সেবা গ্রহণকারিদের সন্তুষ্টি, প্রকল্পের সবল এবং দুর্বল দিক, একই রকম প্রকল্প ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ। কর্মশালাটি ২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি আইএমইডি এবং ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএমইডির শিক্ষা ও সামাজিক সেক্টরের মহাপরিচালক । উক্ত কর্মশালায় স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন উদ্যোগী উপকারভোগিগণসহ মোট ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার আলোচ্য বিষয়গুলো ছিলঃ

চিত্র-৩: কিশোরগঞ্জের কটিয়াদিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

- ভৌতকাঠামো সুবিধা প্রদানের সঠিকতা যাচাই;
- যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার;
- প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব পণ্য, কার্য এবং সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব;
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক;
- প্রকল্পের আওতায় আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং এর প্রভাব;
- নির্মিত প্লান্টের পরিমাণগত এবং গুণগত বিষয়;
- ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি ও ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন পদ্ধতি;

- প্রকল্পের সামর্থ্য ও দুর্বলতা এবং
- জনগোষ্ঠির দায়-দায়িত্ব এবং উন্নয়নের পরামর্শ।

  কর্মশালায় প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করেন।

তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নঃ যথাসময়ে পরিবীক্ষণ কাজটি সম্পাদন করার জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও তথ্য কম্পিউটার প্রক্রিয়াকরণ যুগপদভাবে করা হয়। প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যে ছিল কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদনা, মুক্ত প্রশ্নমালার উত্তর, তথ্য-উপাত্ত তালিকাভুক্তকরণ ইত্যাদি। সম্ভাব্য সকল অবস্থা, যৌক্তিকতা, শুদ্ধতা যাচাইয়ের পরিসীমা ইত্যাদি ডাটা এন্ট্রি কর্মসূচির সাথে সংযুক্ত ছিল। প্রশ্নমালা হতে সতর্কতার সাথে ডাটা এন্ট্রি দেয়া হয় যাতে ডাটা এন্ট্রিতে ভুল না হয়। ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল তৈরি করা হয় যাতে সকল ভ্যারিয়েবল এবং প্রয়োজনীয় ক্রস টেবিল জরিপের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

প্রতিবেদন প্রণয়নঃ টিম লীডারের নেতৃত্বে পরামর্শকগণ তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন এবং একটি বর্ণনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। প্রকৃত অর্জন এবং লক্ষ্যমাত্রা পর্যবেক্ষণ করার জন্য, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এর অর্জন পরিমাপের জন্য, প্রকল্পের যাবতীয় কাজ অনুমোদিত সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রোফর্মা অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা যাচাই ও পর্যালোচনা করা হয়, প্রকল্পের কাজ উহার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে কি না তা মূল্যায়ন করা হয়, প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

সারণি ২.৪: কর্ম ও সময়সূচি

	কার্যাবলী	মেয়াদ	
	প্রারম্ভিক প্রস্তুতি	শুরু	শেষ
১	প্রস্তুতি	১/২/২০১৭	৭/২/২০১৭
২	নিবিড় পরবীক্ষণ পরিকল্পনা চূড়ান্তকরন	৮/২/২০১৭	১৬/২/২০১৭
৩	সেকেন্ডোরী তথ্য সংগ্রহ	১/২/২০১৭	১৩/২/২০১৭
৪	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৪/২/২০১৭	৩/৪/২০১৭
৫	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদন	১৫/৩/২০১৭	৭/৪/২০১৭
৬	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	৪/৪/২০১৭	৭/৪/২০১৭
৭	মাঠ র্পযায়ে প্রিটেষ্ট এবং চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন	৭/৪/২০১৭	
	মাঠ র্পযায়রে কাজ		
৮	প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহ করা	৮/৪/২০১৭	২৯/৪/২০১৭
৯	এফজিডি এবং কেস্ স্টাডি	৮/৪/২০১৭	২৯/৪/২০১৭
১০	বিশেষজ্ঞদের মাঠ পরিদর্শন	৮/৪/২০১৭	২৯/৪/২০১৭
১১	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	২৭/৪/২০১৭	
	ফলাফল এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন		
১২	তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়ার ডিজাইন	৮/৪/২০১৭	১৩/৪/২০১৭
১৩	ডাটা এন্ট্রি ও প্রক্রিয়াকরণ	১/৫/২০১৭	৭/৫/২০১৭
১৪	তথ্য বিশ্লেষণ	৮/৫/২০১৭	১১/৫/২০১৭
১৫	খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন	১২/৫/২০১৭	১৫/৫/২০১৭
১৬	খসড়া প্রতিবেদন অনুমোদন	১৬/৫/২০১৭	১৪/৬/২০১৭
১৭	জাতীয় কর্মশালা আয়োজন	১৪/৬/২০১৭	
১৮	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৯/৬/২০১৭	

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রকল্পের সার্বিক ও অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণ

৩.১ প্রকল্পের সার্বিক ও অংগভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা উপস্থাপন ও পর্যালোচনা

ক্রমিক	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়		
		পরিমাণ	লক্ষ টাকা	প্রাক্কলনের % হার
	(ক) রাজস্ব খাত			
১	কর্মকর্তাদের বেতন	১২৭ জন	৩৯৯.১১	৬.৪২
২	কর্মচারীদের বেতন	২৫১ জন	৪০৭.৬৪	৬.৫৫
৩	ভাতাদি	৩৭৮ জন	৯৩৪.৫৩	১৫.০৩
৪	ভ্রমন ব্যয়	৪৪২ জন	১৪২.০০	২.২৮
	বেতন ভাতা (১+২+৩+৪)		২৩৭৩.৪৭	৩৮.১৬
৫	অফিস ভাড়া	৬৫	৩০.০০	০.৪৮
৬	ডাক	৬৬	৩.১০	০.০৫
৭	টেলিফোন	০৩	৩.৪৬	০.০৬
৮	ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	০১	১.০০	০.০২
৯	বিদ্যুৎ	৬৫	৫.৯৬	০.১০
১০	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৬৫	৭২.২০	১.১৬
১১	প্রিন্টিং		৫.০০	০.০৮
১২	ষ্টেশনারী	৬৬	৬৯.৩০	১.১১
১৩	বই ও সাময়িকী		০.৮০	০.০১
১৪	স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরী	থোক	৩.০০	০.০৫
১৫	বিজ্ঞাপন	থোক	৭.০০	০.১১
১৬	প্রশিক্ষন ব্যয় (দেশে)	১২৩৬ টি	১৪৭.৬৩	২.৩৭
১৭	বৈদেশিক প্রশিক্ষন	১ টি	২০.০০	০.৩২
১৮	সম্মানী		১৫.০০	০.২৪
১৯	মূল্যায়ন	১টি	৩.০০	০.০৫
২০	ভাড়ায় গাড়ি	১টি	২৫.০০	০.৪০
২১	বিবিধ		৬০.০০	০.৯৬
২২	মেরামত ও সংরক্ষণ		১০.০০	০.১৬
২৩	ভর্তুকি	৩১০০০	১৫৫০.০০	২৪.৯২
	উপমোট রাজস্ব		**৩৯১৪.৭৩**	**৬২.৯৫**
	(খ) মূলধন খাত			
২৪	যানবাহন সংগ্রহ	৬৫ টি	১০১.২০	১.৬৩
২৫	যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	৬৫ টি	৭.৮৬	০.১৩
২৬	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	৭১ টি	৪৯.৮০	০.৮
২৭	আসবাবপত্র সংগ্রহ	৬৬৯টি	৪৮.১৯	০.৭৭
	মোট ক্রয় কার্যক্রম		২০৭.০৫	**৩.৩৩**
২৯	(ক) রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড		১০০০.০০	১৬.০৮
	(খ) ১ম পর্যায় হতে স্থানান্তরিত রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড		১০৯৭.৩৪	১৭.৬৪
	মোট ক্রেডিট ফান্ড (ক+খ)		**২০৯৭.৩৪**	**৩৩.৭২**
	উপমোট মূলধন		**২৩০৪.৩৯**	**৩৭.০৫**
	মোট (রাজস্ব+মূলধন)		**৬২১৯.১২**	**১০০.০০**

প্রকল্পের রাজস্ব খাতে মোট ৩৯১৪.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের সংস্থান রয়েছে যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা ৬২.৯৫ ভাগ। রাজস্ব ব্যয়ের অন্যতম খাত হচ্ছে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, যাতে মোট ২৩৭৩.৪৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩৮.১৬ ভাগ টাকা বরাদ্দ আছে। রাজস্ব ব্যয়ের দ্বিতীয় বড় খাত হচ্ছে ভর্তুকি। ভর্তুকি বাবদ ১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ২৪.৯২ ভাগ টাকার সংস্থান আছে।

মূলধন খাতে প্রকল্পের বাকি ৩৭.০৫ ভাগ টাকা অর্থাৎ ২৩০৪.৩৯ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে। এর অন্যতম উপাদান হচ্ছে ক্রেডিট ফান্ড (৩৩.৭২%) ও ক্রয় কার্যক্রম (৩.৩৩%)।

৩.২ ক. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যউপস্থাপন

ক্রমিক	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি বছরের লক্ষমাত্রা		জুলাই ২০১৬- মে২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		পরিমাণ	লক্ষ টাকা	পরিমাণ	লক্ষ টাকা	পরিমাণ	লক্ষ টাকা	পরিমাণ	লক্ষ টাকা
নং		[১]	[২]	[৩]	[৪]	[৫]	[৬]	[৭]	[৮]
	রাজস্বঃ								
	কর্মকর্তাদের বেতন	১২৭	৩৯৯.১১	৮৮	১৮৬.৫৪	১২৭	১৭৪.০০	৮১	১৪৮.১৭
	কর্মচারীদের বেতন	২৫১	৪০৭.৬৪	১৯৯	১৪০.১৪	২৫১	২২৩.০০	১৯৯	২১০.৮৭
	ভাতাদি	৩৭৮	৯৩৪.৫৩	২৮৭	২০৩.৮৫	৩৭৮	৩৪১.১৫	২৮৭	২৪৮.৩৫
	ভ্রমন ব্যয়	৪৪২	১৪২.০০	৩৫৩	৫৪.৯৮	৩৪৩	৪৩.০০	৩৫৩	৩৫.৪৪
	অফিস ভাড়া	৬৫	৩০.০০	৬৬	৪.৮৭	৬৬	৯.০০	৬৬	৬.০০
	ডাক	৬৬	৩.১০	-	১.০২	৬৬	০.৮০	-	০.৮০
	টেলিফোন	০৩	৩.৪৬	০৩	১.১০	০৩	০.৭৫	০৩	০.৩২
	বিদ্যুৎ	০১	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৬৫	৫.৯৬	-	০.২০	-	১.০০	-	০.৭৪
	প্রিন্টিং	৬৫	৭২.২০	৬৬	২৫.১৭	৬৬	১৫.৮৪	-	১৫.৮৪
	ষ্টেশনারী	-	৫.০০	-	২.৯৫	-	১.০০	-	০.৫০
	বই ও সাময়িকী	৬৬	৬৯.৩০	-	২৭.৬৩	-	২২.০০	-	১৫.৩০
	স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরী থোক	-	০.৮০	-	০.৩৪	-	০.২০	-	০.০০
	অফিস ভাড়া	-	৩.০০	-	২.৯৯		০.০০	-	০.০০
	বিজ্ঞাপন	-	৭.০০	-	৫.৪৯	-	২.০০	-	১.০৬
	প্রশিক্ষন ব্যয় (দেশে)	১২৩৬	১২৮.১৩	১৪৮৯১	৭৫.৮৩	৬৫৭৫	২৬.৩০	৫১৫০	২০.৬০
	ম্যাসন প্রশিক্ষন	১৯৫	১৯.৫০	-	৬.৫০	-	৬.৫০	-	৬.৫০
	বৈদেশিক প্রশিক্ষন	০১	২০.০	০১	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	সম্মানী ও স্থানীয় পরামর্শক	-	১৫.০০	-	৮.৬০	-	৫.৭১	-	২.৯৮
	মূল্যায়ন	১	৩.০০	-	০.০০		০.০০	-	০.০০
	ভাড়ায় গাড়ি	১	২৫.০	-	৬.৫৫		১৩.৪৫	-	৮.১৩
	বিবিধ	-	৬০.০০	-	৩৯.৯৯	-	২২.৩০	-	৭.১৯
	মেরামত ও সংরক্ষণ	-	১০.০০	-	৬.৯৪	-	২.০০	-	০.৬৫
	ভর্তুকি	৩১০০০	১৫৫০	৪০৫৪	২০২.৭০	১০০০	৪০০.০০	৬৩৮৫	৩১৯.২৫
	উপমোট রাজস্ব		**৩৯১৪.৭৩**		**১০২৪.৩৮**		**১৩১০.০০**	**-**	**১০৪৮.৬৯**
	(খ)মূলধন খাত								
	যানবাহন সংগ্রহ	৬৫	১০১.২০	৬৫	১০০.৫৩	০৩	০.২২	-	০.২২
	যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	৬৫	৭.৮৬	৬৫	৭.৮৫	-	০.০০	-	০.০০
	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	৭১	৪৯.৮০	৭১	৪৯.৭২	-	০.০০	-	০.০০
	আসবাবপত্র সংগ্রহ	৬৮৯	৪৮.১৯	৬৮৯	৪৮.১৮	-	০.০০	-	০.০০
	(ক) রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড	-	১০০০.০০	-	৪৯৯.৩১	-	৩৯৯.৭৮	-	২৯৯.৭৮
	(খ) ১ম পর্যায় হতে স্থানান্তরিত রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড	-	১০৯৭.৩৪	-	-	-	-	-	-
	উপমোট (মূলধন)		**২৩০৪.৩৯**		**৭০৬.০৮**		**৪০০.০০**	**-**	**৩০০.০০**
	মোট (রাজস্ব+মূলধন)		**৬২১৯.১২**		**১৭৩০.৪৭**		**১৭১০.০০**		**১৩৪৮.৬৯**

খ. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পর্যালোচনা

ক্রমিক	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়		
		জানুয়ারি ২০১৪- জুন ২০১৮		জানুয়ারি ২০১৪-মে ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		পরিমাণ	লক্ষ টাকা	পরিমাণ	লক্ষ টাকা	প্রাক্কলিত ব্যয়ের % হার
(ক) রেভিনিউ খাত						
১	কর্মকর্তাদের বেতন	১২৭ জন	৬১৪.২৩	৮৮ জন	৩৩৪.৭১	৫৪.৪৯
২	কর্মচারীদের বেতন	২৫১ জন	৬২৯.৪৫	১৯৯ জন	৩৫১.০১	৫৫.৭৬
৩	ভাতাদি	৩৭৮ জন	৯৮৭.৭৯	২৮৭ জন	৪৫২.২	৪৫.৭৮
৪	ভ্রমন ব্যয়	৪৪২ জন	১৪২.০০	৩৫৩ জন	৯০.৪২	৬৩.৬৮
	বেতন ভাতা **(১+২+৩+৪)**		২৩৭৩.৪৭		**১১৬৫.৪৯**	৪৯.১০৫
৫	অফিস ভাড়া	৬৫	২৩.০০	৬৫	১০.৮৭	৪৯.১০
৬	ডাক	৬৬	৩.১০	৬৬	১.৮২	৪৭.২৬
৭	টেলিফোন	০৩	৩.৪৬	০৩	১.৪২	৫৮.৭১
৯	বিদ্যুৎ	৬৫	২.২০	৬৫	০.৯৪	৪১.০৪
১০	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৬৫	৫৮.৪৬	৬৫	৪১.০১	৪২.৭৩
১১	প্রিন্টিং		৫.০০		৩.৪৫	৭০.১৫
১২	ষ্টেশনারী	৬৬	৬৯.৩০	৬৬	৪২.৯৩	৬৯.০০
১৩	বই ও সাময়িকী		০.৮০		০.৩৪	৪২.৫
১৪	স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরী থোক		৩.০০		২.৯৯	৯৯.৬৭
	অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন					
১৫	বিজ্ঞাপন	থোক	৮.৫০	থোক	৬.৫৫	৭৭.০৬
১৬	**প্রশিক্ষন ব্যয় (দেশে)**	**১২৩৬টি**	**১৪৭.৬৩**	**৯৩৫টি**	৯৬.৪৩	৬৫.৩২
১৭	**বৈদেশিক প্রশিক্ষন**	**১টি**	**২০.০০**	**১ টি**	১৩	৬৫.০০
১৮	সম্মানী ও স্থানীয় পরামর্শক		১৭.০০		২০	১১৭.৬৫
১৯	মূল্যায়ন	১টি	৩.০০		০	০
২০	ভাড়ায় গাড়ি	১টি	৩৫.০০	১টি	১৪.৬৮	৪১.৯৪৩
২১	বিবিধ		৭২.০০		৪৭.১৮	৬৫.৫৩
২২	মেরামত ও সংরক্ষণ		১০.০০		৭.৫৯	৭৫.৯০
২৩	ভর্তুকি	৩১০০০টি	১০৫৯.৮১	৯৬৫৫টি	৫২১.৯৫	৪৯.২৫
	উপমোট রাজস্ব		**৩৯১৪.৭৩**		**১৭৩৩.৪৫**	**৪৪.২৮**
(খ)মূলধন খাত						
২৪	যানবাহন সংগ্রহ	৬৫ টি	১০১.২০	৬৫ টি	১০০.৭৫	৯৯.৫৬
২৫	যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	৬৫ টি	৭.৮৬	৬৫ টি	৭.৮৫	৯৯.৮৭
২৬	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	৭১ টি	৪৯.৮০	৭১ টি	৪৯.৭২	৯৯.৮৪
২৭	আসবাবপত্র সংগ্রহ	৬৮৯টি	৪৮.১৯	৬৮৯টি	৪৮.১৮	৯৯.৯৮
	ক্রয় কার্যক্রম (২৪+২৫+২৬+২৭)		**২০৭.০৫**		**২০৬.৫**	৯৯.৭৩
২৯	(ক) রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড		১০০০.০০			
	(খ) ১ম পর্যায় হতে স্থানান্তরিত		১০৯৭.৩৪			
	মোট ক্রেডিট ফান্ড (ক+খ)		২০৯৭.০০		**৭৯৯.৫৯**	৩৮.১৩
	উপমোট (মূলধন)		২৩০৪.৩৯		**১০০৬.০৯**	৪৩.৬৬
	মোট (রাজস্ব+মূলধন)		৬২১৯.১২		৩০৭৯.১৬	৪৯.৫১

উপরের সারণীতে উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অদ্যাবদি প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি খাতের বরাদ্দকৃত ২৩৭৩.৪৭ লক্ষ টাকার মাত্র **১১৬৫.৪৯** লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৪৯.১০% টাকা ব্যয় হয়েছে। কারণ প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৪ থেকে শুরু হলেও প্রকল্প মেয়াদের একটি বড় অংশ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ (১৮ মে ২০১৪ তারিখে নিয়োগ), জনবল নিয়োগে (২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৭৫জন, মোট জনবলের ২০%, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪৯ জন, মোট জনবলের ৪০%, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ২৭৩ জন, মোট জনবলের ৭৩%) অতিবাহিত হয়েছে। রাজস্ব ব্যয়ের দ্বিতীয় বড় খাত ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত ১৫৫০.০০ লক্ষ টাকার মাত্র ২৩.৯৪% খরচ হয়েছে। ফলে প্রকল্পের রেভিনিউ খাতে মাত্র ৪৪.২৮ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়েছে।

রাজস্ব ব্যয়ের তৃতীয় বড় খাত দেশে ১২৩৬টি প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দকৃত ১৪৭.৬৩ লক্ষ টাকা হতে ৭২.০৯% অর্থ ব্যয়ে ৯৩৫ট অর্থাৎ ৭৫.৬৫% প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

মূলধন খাতে ক্রয় কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার প্রায় শতভাগ ব্যয়ে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তবে এ খাতের অন্যতম উপাদান ক্রেডিট ফান্ডের মাত্র ৩৮.১৩% টাকা ব্যয় হওয়ায় ক্যাপিটাল খাতে মোট ৪৩.৬৬% টাকা ব্যয় হয়েছে। সার্বিক দিক থেকে প্রকল্পের ৪৪.০৫% টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বাকী (৫৫.৯৫%) টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

৩.৩ প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পর্যালোচনা

ক্রমিক	আরডিপিপি অনুযায়ী অংগের বিবরণ	প্রাক্কলিত		প্রকৃত		
		জানুয়ারি ২০১৪- জুন ২০১৮		জানুয়ারি ২০১৪-মে ২০১৭পর্যন্ত অগ্রগতি		
		পরিমাণ	লক্ষ টাকা	পরিমাণ	লক্ষ টাকা	প্রাক্কলনের % হার
১	বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন	৩১০০০	-	১০৪৬০	-	৩৩.৭৪
২	ভর্তুকি প্রদান	৩১০০০	১৫৫১	৫০৬৯	২৫৩.৭৫	১৬.৩৬
৩	আবর্তক ঋণ সহায়তা প্রদান	-	২০৯৭.০০	-	৭৯৯.৫৯	৩৮.১৩
৪	প্রশিক্ষণ প্রদান	১২৩৭টি	১৬৭.৬৩	৯৩৬	১২৬.৪৩	৭৫.৪২
৫	যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ও মটরসাইকেল ক্রয়	-	২০৭.০৫	-	২০৬.৫	৯৯.৭৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু জানুয়ারি ২০১৪ থেকে এপ্রিল ২০১৭ অবধি মোট ১০৪৬০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছ, অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলানায় ৩৩.৭৪ ভাগ প্লান্ট স্থাপন সম্ভব হয়েছে|

প্লান্ট নির্মানে ভর্তুকি প্রদান বাবদ অদ্যাবধি ১৫৫১ লক্ষ টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৫৩.৭৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে, অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলানায় মাত্র ১৬.৩৬ ভাগ ভর্তুকি প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

আবর্তক ঋণ সহায়তা বাবদ নির্ধারিত ২০৯৭.০০ টাকার বিপরীতে ৭৯৯.৫৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে , অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলানায় ৩৮.১৩ ভাগ টাকা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

দেশে বিদেশে ১২৩৭টি প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দকৃত ১৬৭.৬৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৯৩৬টি প্রশিক্ষণ বাবদ ১২৬.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলানায় ৭৫.৪২ ভাগ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রয় কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার প্রায় শতভাগ ব্যয়ে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সকল ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৩.৪ পাইলট প্রকল্প ও চলতি প্রকল্প (ফেজ ২) এর তুলনামুলক বিশ্লেষণ

ক্রমিক	ডিপিপি অনুযায়ী অংগের বিবরণ	প্রকৃত ব্যয়ঃ পাইলট প্রকল্প (১০টি উপজেলায়)		প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ফেজ-২ (৬৬টি উপজেলায়)	
		জুলাই ২০০৬ - জুন ২০১১		জানুয়ারি ২০১৪- জুন ২০১৮	
		পরিমাণ	লক্ষ টাকা	পরিমাণ	লক্ষ টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কর্মকর্তাদের বেতন	২৩ জন	১৯.০৭	১২৭ জন	৬১৪.২৩
২	কর্মচারীদের বেতন	১৬১ জন	৩৫২.০০	২৫১ জন	৬২৯.৪৫
৩	ভাতাদি		০.০০	৩৭৮ জন	৯৮৭.৭৯
৪	ভ্রমন ব্যয়		৩৭.৩৭	৪৪২ জন	১৪২.০০
	বেতন ভাতা **(১+২+৩+৪)**		৪০৮.৪৪		২৩৭৩.৪৭
৫	অফিস ভাড়া		৩.০১	৬৫	২৩.০০
৬	ডাক		০.১০	৬৬	৩.১০
৭	টেলিফোন		২.২৭	০৩	৩.৪৬
৯	বিদ্যুৎ			৬৫	২.২০
১০	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট		০.৭৭	৬৫	৫৮.৪৬
১১	প্রিন্টিং				৫.০০
১২	ষ্টেশনারী		১৭.০২	৬৬	৬৯.৩০
১৩	বই ও সাময়িকী		১৭.৬৩		০.৮০
১৪	স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরী থোক		৮.০০		৩.০০
	অ্যাকশন প্লান বাস্তবায়ন		২০.১৩		
১৫	বিজ্ঞাপন			থোক	৮.৫০
১৬	প্রশিক্ষন ব্যয় (দেশে)		১২৩.২১	১২৪৮ টি	১৪৭.৬৩
১৭	বৈদেশিক প্রশিক্ষন		১৬.৭৯	১ টি	২০.০০
১৮	সম্মানী ও স্থানীয় পরামর্শক		১২.৮১		১৭.০০
১৯	মূল্যায়ন		৮.৩৭	১টি	৩.০০
২০	ভাড়ায় গাড়ি		১৭.৬৪	১টি	৩৫.০০
২১	বিবিধ				৭২.০০
২২	মেরামত ও সংরক্ষণ				১০.০০
২৩	ভর্তুকি	৩৪৭১	১৮৯.২০	৩১০০০টি	১০৫৯.৮১
	উপমোট (রাজস্ব)		৮৪৬.০৬		৩৯১৪.৭৩
	(খ) মূলধনঃ				
২৪	যানবাহন সংগ্রহ			৬৫ টি	১০১.২০
২৫	যন্ত্রপাতি সংগ্রহ		১১.১০	৬৫ টি	৭.৮৬
২৬	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি		২৯.১৯	৭১ টি	৪৯.৮০
২৭	আসবাবপত্র সংগ্রহ		৫.৪১	৬৮৯টি	৪৮.১৯
২৯	(ক) রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড		১০৯৭.৩৪		১০০০.০০
	(খ) ১ম পর্যায় হতে স্থানান্তরিত				১০৯৭.৩৪
	উপমোট (মূলধন)		১১৪৩.০৪		২৩০৪.৩৯
	মোট (রাজস্ব+মূলধন)		**১৯৮৯.১০**		৬২১৯.১২

পাইলট প্রকল্পটি ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ফেজ-২ প্রকল্পটি ৬৬টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাইলট প্রকল্পে ৪০৩৮ টি বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে, ফেজ-২ প্রকল্পে ৩১০০০ টি বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এর টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্পের মেয়াদ ৫ বছর ০ মাস, ফেজ-২ প্রকল্পের মেয়াদ ৪ বছর ৬ মাস।

পাইলট প্রকল্পে ১০ উপজেলার জন্য কর্মকর্তা ছিল ২৩ জন, ফেজ-২ প্রকল্পে ৬৬টি উপজেলার জন্য নির্ধারিত আছে ১২৭ জন, অর্থাৎ (২৩×৬.৬=১৫২-১২৭=) ২৫ জন কম আছে। পাইলট প্রকল্পে ১০টি উপজেলার জন্য কর্মচারী ছিল ১৬১ জন,

ফেজ-২ প্রকল্পে ৬৬টি উপজেলার জন্য নির্ধারিত আছে ২৫১ জন, অর্থাৎ (১৬১×৬.৬=১০৬৩-২৫১=) ৮১২ জন কম ধরা হয়েছে।

পাইলট প্রকল্পে প্রতি উপজেলায় বৎসরে গড়ে ৮০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট বাস্তবায়ন হয়েছে, ফেজ-২ প্রকল্পে প্রতি উপজেলায় বৎসরে গড়ে ১০৪টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে| এখানে বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা বেশী ধরা হয়েছে|

পাইলট প্রকল্প মাত্র ১০টি উপজেলায় ব্যয় হয়েছে ১৯৮৯.১০ লক্ষ টাকা, ফেজ-২ প্রকল্প ৬৬টি উপজেলায় প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২১৯.১২ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, যা পাইলট প্রকল্পের তুলনায় শতকরা ৫২.৬৩ ভাগ কম।

পাইলট প্রকল্পে প্রতিটি বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন গড় ব্যয় হয়েছে ৫৭,৩০৬ টাকা, ফেজ-২ প্রকল্পে প্রতিটি বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন গড় ব্যয় টার্গেট ২০,০৬২ টাকা।

অতএব ফেজ-২ প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষমাত্রা নির্ধারণে পাইলট প্রকল্পের অভিজ্ঞতা কাজে না লাগানোর ফলে ফেজ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি কম হয়েছে|

৩.৫ সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা

বছরভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত ব্যয়: বছরভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত ব্যয় পরিমাণ ছকে ও চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো|

সারণী ৩.১ বছরভিত্তিক আর্থিক ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮
আর্থিক ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	০.০	১৪৮০.১	১৭৩০.৪৫	১৬৪৬.০	১৩৬২.৫৭
প্রকৃত ব্যয়/অবশিষ্ট অর্থ (লক্ষ টাকায়)	৫০.৬৬	৩৩৮.১৫	১৩৪১.৬৯	১৩৪৮.৬৯	৩১৩৯.৯৬

লেখচিত্র ৩.১: প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

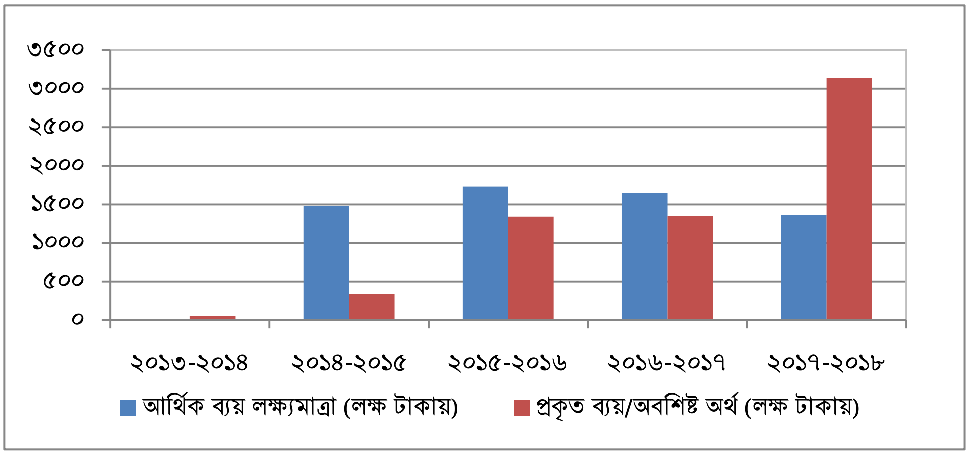

বছরভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন: বছরভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এর সংখ্যা পরিমাণ ছকে ও চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

সারণী ৩.২: বছরভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন:

অর্থ বছর	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-মে ২০১৭	জুন ২০১৭-জুন২০১৮ (অবশিষ্ট)
প্লান্ট এর সংখ্যা	০	৪৯০	৩,৫৮৫	৬,৩৮৫	২০,৫৪০

লেখচিত্র ৩.২: বছরভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন ও অবশিষ্ট

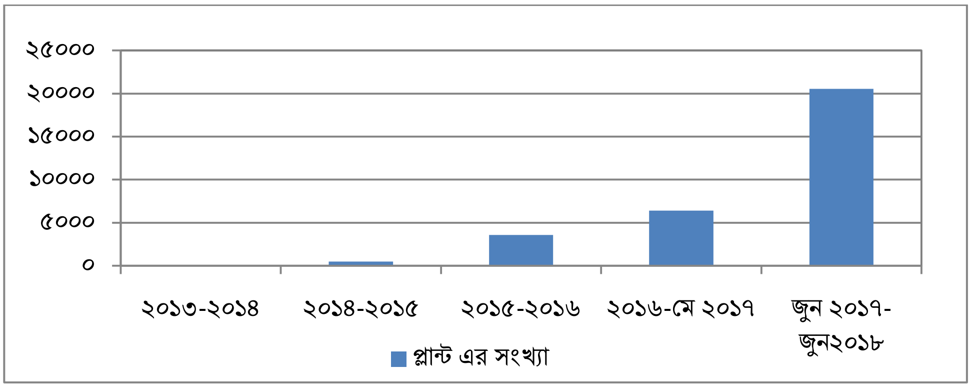

জানুয়ারি ২০১৪ থেকে মে ২০১৭ অবধি মোট ১০,৪৬০ টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছ , এখনো ২০,৫৪০টি প্লান্ট নির্মাণ বাকী রয়েছে। চলতি বছরে ১,০০০ টি সহ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ যদি ৮,০০০টি প্লান্ট নির্মাণ করা যায় তবে সর্বাধিক সর্বমোট ১৮,৪৬০টি অর্থাৎ ৫৯.৫৪% প্লান্ট স্থাপন সম্ভব হতে পারে।

৩.৬ প্রকল্প মেয়াদে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কর্মপরিকল্পনা

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৭৮৮৫টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন হবে। ফলে জুন/২০১৭ পর্যন্ত পূর্বের ৪০৭৫টিসহ মোট ১১৯৬০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন হবে। আগামি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১০০০০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে। ফলে প্রকল্প মেয়াদে সর্বমোট ২১৯৬০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন হতে পারে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

১. আগামি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের শুরুতেই উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের জনবলের সাথে মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা করে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ৬৮৮৯টি টির স্থলে ১০০০০টি নির্ধারণ করা হবে।
২. মতবিনিময় সভার মাধ্যমে প্রত্যেক কার্যালয় থেকে মাস ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।
৩. প্রতিদিন প্রকল্পের পিআইইউ কার্যালয়ের ০৪(চার) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক উপজেলা ভাগ করে টেলিফোনে নিয়মিত মনিটরিং এবং অগ্রগতি ফলোআপ করা অব্যাহত রাখা হবে।
৪. মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পরিদর্শন এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে আলোচনা সভা করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে উদ্ধুদ্ধকরণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।
৫. মাঠ পর্যায়ে উদ্ভুত যে কোন সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে।
৬. জনবল কম থাকায় পার্শ্ববর্তী উপজেলায় শূণ্যপদে বিদ্যমান কর্মকর্তাগণকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে কাজের গতি বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭. দ্রুত শূণ্যপদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
৮. ব্যাপক প্রচার প্রচারণা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৯. ফেসবুক পেজ (www.facebook.com/dyd.impact) এবং impact project, phase-ii গ্রুপের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগসহ প্লান্টের কাজের স্বচিত্র অগ্রগতির তথ্য শেয়ার করা অব্যহত থাকবে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৪.১ নিবিড় পরিবীক্ষণে মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের সংখ্যাবাচক বিশ্লেষণ

উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার মাধমে প্রাপ্ত বিশ্লেষণঃ প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা সেট-১ এর প্রশ্নের মাধমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যায়।

যে কোন জনগোষ্ঠির শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা তাদের আর্থ-সামাজিক আচরণে এক বড় নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। তাই উক্ত প্রকল্পের উপকারভোগিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত প্রোফাইল উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ৪.১: উপকারভোগিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত প্রোফাইল

শিক্ষাগত যোগ্যতা			পেশাগত প্রোফাইল		
শিক্ষার শ্রেণী বিভাগ	সংখ্যা	শতকরা	পেশা	সংখ্যা	শতকরা
অক্ষরজ্ঞানহীন	১৮	২.৩	কৃষি	৩৯৫	৫০.৪
প্রাথমিক শিক্ষা	১৮৭	২৩.৯	ব্যবসা	২৭৩	৩৪.৯
মাধ্যমিক শিক্ষা	৩৮৯	৪৯.৭	চাকুরি	৯২	১১.৭৫
উচ্চমাধ্যমিক	১০০	১২.৮	অন্যান্য	২৩	২.৪
স্নাতক বা তদুর্দ্ধ	৮৯	১১.৩	-	-	-
মোট	**৭৮৩**	**১০০ .০**	মোট	**৭৮৩**	**১০০ .০**

উপরোক্ত সারণিতে দেখা যায় যে , প্রকল্পের উপকারভোগিদের মাত্র ২.৩ ভাগ অক্ষরজ্ঞানহীন, বাকি ৯৭.৭ ভাগই শিক্ষিত। পেশাগত দিক থেকে অর্ধেক উপকারভোগি কৃষিজীবি, ৩৪.৯ ভাগ ব্যবসায়ি, আর অন্যান্যরা বিভিন্ন পেশাজীবি।

সারণি ৪.২: উপকারভোগিদের তথ্য বিশ্লেষণ

প্রশ্ন	**শতকরা**	
	হ্যাঁ	**না**
বায়োগ্যাস প্লান্ট চালু আছে কিনা	৯৯.৯	০.১
উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় কি?	৩৬.৬৫	৬৩.৩৫
গ্যাস সরবরাহের কাজ কি নিয়মিত চালু আছে কিনা	৯৮.৬	১.৪
বায়ো গ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত কাঁচা মাল কি নিয়মিত পেয়ে থাকেন?	৯৯.২	০.৮
আপনি কি প্রকল্প থেকে কোন ঋণ পেয়েছিলেন?	৭০.১	২৯.৯
আপনি কি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেন?	৯৮.৭	১.৩
ঋণ গ্রহনের জন্য কি হয়রানি হতে হয়?	২.৩৩	৯৭.৬৬
বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার মাধ্যমে লাভবান হয়েছেন কিনা	৯৯.২	০.৮
বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে পরিবেশের কোন অসুবিধা হয়েছে কি?	০.০	১০০.০
বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য আশে পাশের জনগণের সুবিধা হয়েছে কি?	১০০.০	০.০
বাস্তবতার আলোকে বর্তমানে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?	১০০.০	০.০

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে , শতকরা ৯৯.৯ ভাগ প্লান্টই চালু আছে। উৎপাদিত গ্যাস নিজের ঘরে রান্নার কাজে, অন্যের বাসার রান্নার কাজে ও দোকানে সরবরাহ করা হয়। প্লান্ট থেকে উৎপাদিত গ্যাস শতকরা ৬৩.৩৫ ভাগ শুধু চুলায় (চুলা সংখা ১-২৪) রান্না কাজে ব্যবহার হয় কারন বিদ্যুৎ উৎপাদনে অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি (জেনারেটর) প্রয়োজন হয় ও ৩৬.৬৫ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হয়। বায়ো গ্যাস প্লান্ট এর মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক বাতি (বাতি সংখ্যা ২০), পাখা (সংখ্যা ১০) ও জেনারেটর (ক্ষমতা ৩ ভিএ) চালনায় ব্যাবহার হয়।

শতকরা ৯৮.৬ ভাগ প্লান্টে নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ চালু আছে, শতকরা ৯৯.২ ভাগ প্লান্ট নিয়মিত কাঁচা মাল পেয়ে থাকেন, শতকরা ৭০.১ ভাগ প্লান্ট মালিক প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়ে প্লান্ট স্থাপন করেছেন, শতকরা ৯৮.৭ ভাগ প্লান্ট মালিক নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করছেন। ঋণ গ্রহনের জন্য নামজারিসহ জমির দলিল অথবা যেকোন সরকারী কর্মচারি জামিনদার হিসেবে উপস্থাপন করতে হয়, যা ঝামেলাপুর্ণ হওয়ায় একে ২.৩৩ ভাগ প্লান্ট মালিক হয়রানি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

দেশী জাতের ৩টি/ বিদেশী জাতের ২টি গরু অথবা ৩০০টি লেয়ার মুরগীর খামার থাকলেই বায়োগ্যাস স্থাপন করা যায়। সাধারণত ব্যাক্তি পর্যায়ে ১০০ সিএফটি সাইজের প্লান্ট স্থাপন করা হয় যা ৩০,০০০-৩৫,০০০ টাকার মধ্যে সম্পন্ন করা যায়।

ঋণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সহজ শর্তে সর্বনিম্ন ৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান, গরূ ক্রয়ের জন্য আলাদা ঋণ প্রদান, জামিনদার/ জমির দলিল ছাড়া ব্লাংক ব্যাংক চেক গ্রহনের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া, ভর্তুকির পরিমান প্লান্টের আয়তন অনুযায়ী বাড়ানোর উপর জোর দেওয়ার জন্য উপকারভোগিগণ পরামর্শ দিয়েছেন।

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার মাধ্যমে ৯৯.২ ভাগ প্লান্ট মালিক লাভবান হয়েছেন, গ্যাস ব্যাবহারের মাধ্যমে মাসিক গড়ে ১৬১০ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। অপরপক্ষে ৭১.৪ ভাগ প্লান্ট মালিক প্লান্ট পরিচালনার মাধ্যমে শুধু মাত্র নিজের জ্বালানি কাজে ব্যবহার করেন ফলে সাশ্রয় ব্যতিত কোন আয় হয় না অবশিষ্ট ২৮.৬ ভাগ প্লান্ট মালিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে মাসিক গড়ে ১০০১ টাকা আয় করে থাকেন।

সারণি ৪.৩: উপকারভোগীদের বায়োগ্যাস থেকে মাসিক আয়ের বিশ্লেষণ

বিষয়	সংখ্যা	গড় (টাকা)
গ্যাস সরবরাহের জন্য মাসিক সাশ্রয়	৭৮৩ জন	১৬১০
গ্যাস সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত আয় হয় না	৫৫৯ জন (৭১.৩৯%)	০
গ্যাস সরবরাহের জন্য মাসিক আয়	২২৪ জন (২৮.৬১%)	১০০১

শুধু মাত্র নিজের জ্বালানি কাজে ব্যবহার করার ফলে সাশ্রয় ব্যতিত কোন আয় হয় না। বছরে ১৬১০* ১২=১৯,৩২০ টাকা সাশ্রয় হয়। ফলে ৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে স্থাপিত বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে দুই বছরে মূলধন উঠে আসে। তা ছাড়া বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে পরিবেশের উন্নতি সাধিত হয়েছে, কোনরুপ ক্ষতি সাধন হয়নি; আশেপাশের জনগণের সুবিধা হয়েছে, বায়োগ্যাস প্লান্ট না থাকলে মুরগির বিষ্ঠা দ্বারা পরিবেশ দূষণ হয়, রোগ ও দুগর্ন্ধ চড়ায়, আর বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে মুরগির বিষ্ঠার কোন প্রভাব পরিবেশের উপর পরে না, জনগণ দুগর্ন্ধ থেকে মুক্তি পাচ্ছে। বাস্তবতার আলোকে শতভাগ প্লান্ট মালিক অনুরুপ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং প্রকল্পের সম্প্রাসারণ প্রত্যাশা করেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার মাধমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণঃ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনবল তথা বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা সেট ২ এর প্রশ্নের মাধমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত ফলালফল পাওয়া যায়।

সারণি ৪.৪: প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধিদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

প্রশ্ন	শতকরা	
	হ্যাঁ	না
আপনি কি কোন বায়ো গ্যাস প্লান্ট পরিদর্শন করেছেন?	৯৯.৩	০.৭
বায়োগ্যাস প্লান্ট চালু আছে কি?	৯৬.৩	৩.৭
গ্যাস সরবরাহের কাজ কি নিয়মিত চালু আছে কি?	৯৯.৩	০.৭
উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় কি?	১৪.১	৮৫.৯
বায়গ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত কাঁচা মাল কি নিয়মিত পেয়ে থাকে?	১০০.০	০.০
আপনি কি জানেন ঋণ গ্রহীতা বাছাইয়ের জন্য কি কি বিষয় দেখা হয়?	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার মাধ্যমে কি লাভবান হওয়া যায়?	১০০.০	০.০
দেশের সর্বত্র বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে আপনি মনে করেন কি?	১০০.০	০.০

বায়োগ্যাস প্লান্ট এর মাধ্যমে উৎপাদিত গ্যাসের শতকরা ৯০ ভাগ আবাসিক কাজে এবং ১০ ভাগ খামারের কাজে সরবরাহ করা হয়।

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার ফলে দেশের বনজ সম্পদ তথা পরিবেশ রক্ষা পায়, প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমে, ধোঁয়া ও কালিবিহীন স্বাস্থ্যসম্মত জ্বালানি পাওয়া যায় ফলে দ্রুত রান্না করা যায়, জ্বালানি খরচ সাশ্রয় হয়, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জৈব সার পাওয়া যায়, যা সরাসরি ফসলের জমি ও পুকুরে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়, গবাদী পশুর চাষাবাদ বৃদ্ধি পায় ফলে দুধ, বাঁছুর, ডিম ইত্যাদি বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

বায়োগ্যাসের সম্প্রসারনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের নানাবিধ সুবিধা হচ্ছে, কোনরকমের অসুবিধার সম্মুখিন হতে হচ্ছেনা। অধিকন্তু বায়োগ্যাস সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ করে তা দ্বারা ক্ষুদ্র ও কুটিঁর শিল্প প্রসার করে গ্রামীণ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে|

বেসরকারি উদ্যোক্তাদের/ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার মাধমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণঃ

বেসরকারি উদ্যোক্তাদের/ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা সেট ৩ এর প্রশ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যায়।

সারণি ৪.৫: বেসরকারি উদ্যোক্তা/ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

প্রশ্ন	শতকরা	
	হাঁ	না
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন যথাযথ হয়েছে কিনা	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট বাস্তবায়নে কোন বাধা আছে কিনা	৭.০	৯৩.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম সর্ম্পকে জানা আছে কিনা	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের নীতিমালা, কৌশল সর্ম্পকে জানা আছে কিনা	৭৮.০	২২.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত জনবল সঠিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিনা	৮৫.০	১৫.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপিত যন্ত্রপাতি সঠিক ভাবে কাজ করে কিনা	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট পরিচালনায় কাঁচামাল ঠিক মত পাওয়া যায় কিনা	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম জনগোষ্ঠির জন্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সুবিধা বৃদ্ধি করছে কিনা	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে কি না	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে কি না	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের ফলে পরিবেশের উন্নতি হচ্ছে কিনা	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের ফলে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সাশ্রয় হচ্ছে কিনা	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সুবিধা হচ্ছে কিনা	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে কিনা	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী সঠিক হয়েছে কিনা	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী সঠিক হয়েছে কিনা	১০০.০	০.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম একটি ব্যয়বহুল কর্মপরিকল্পনা কিনা	২২.০	৭৮.০
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় সঠিক যুবকদের বাছাই করা হয়েছে কিনা	৯৩.০	৭.০

উপরোক্ত সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বায়োগ্যাস প্লান্টের বিষয়ে বেসরকারি উদ্যোক্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝে ইতিবাচক মনোভাব বিরাজমান| বায়োগ্যাস প্লান্ট বাস্তবায়নে প্রশিক্ষিত রাজমিস্ত্রির অভাব ও ভর্তুকি ও জনবল কম হওয়াকে ৭% উত্তরদাতা এক ধরনের বাঁধা বলে মনে করেন।

প্রকল্পে জনবল ও ভর্তুকির পরিমান কম হওয়া, প্রচারণা ও সচেতনতার অভাবকে বায়োগ্যাস প্লান্ট বাস্তবায়নের পথে বাঁধা বলে মতামত প্রদান করা হয়| এসকল বাঁধা অতিক্রম করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা, জনবল বাড়ানো, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, ভর্তুকির পরিমান বাড়ানো , প্রযুক্তি ব্যাবহারে বায়োগ্যাস ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণের উপর জোড়ারোপ করা হয়।

চিত্র-৪: গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় স্থাপিত বায়োগ্যাস প্লান্ট

স্থানীয় বেকার যুবকদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণঃ স্থানীয় বেকার যুবকদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রণিত প্রশ্নমালা সেট ৪ এর প্রশ্নের তথ্য বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যায়।

সারণি ৪.৬: স্থানীয় বেকার যুবকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

প্রশ্ন	শতকরা	
	হ্যাঁ	না
বায়োগ্যাস প্লান্ট পরিদর্শন করেছে কিনা	১০০.০	০.০
পরিদর্শনকৃত বায়ো গ্যাস প্লান্ট চালু আছে কিনা	১০০.০	০.০
গ্যাস সরবরাহ নিয়মিত চালু আছে কিনা	১০০.০	০.০
উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় কিনা	৪.০	৯৬.০
বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত কাঁচামাল নিয়মিত পাওয়া যায় কিনা	১০০.০	০.০
অনুরুপ একটি প্লান্ট স্থাপনে আগ্রহী কিনা	১০০.০	০.০
প্রকল্প থেকে কোন ঋণ নিতে চান কিনা	৯৬.০	৪.০
নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন কিনা	১০০.০	০.০

উপরোক্ত সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বায়োগ্যাস প্লান্টের বিষয়ে স্থানীয় বেকার যুবকদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব বিরাজমান। উপযুক্ত সাপোর্ট যেমন ঋণ সুবিধা পেলে তারা প্লান্ট স্থাপনে আগ্রহী। যুব উন্নয়ন কর্তৃক চালুকৃত প্লান্টসমূহের গ্যাস সরবরাহ নিয়মিত চালু রয়েছে এবং উৎপাদিত গ্যাস রান্নার কাজে ৯৬% এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ৪% ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্থানীয় বেকার যুবকদের পরিদর্শনকৃত বায়োগ্যাস প্লান্টসমূহের গড় নির্মান খরচ ৩৫,৬৬৭ টাকা এবং প্রতি প্লান্ট থেকে মাসিক গড় আয় ৬৪৫ টাকা। ফলে এক বছরে একটি চুলা থেকে ৭৭৪০ টাকা আয় করা সম্ভব, আর প্লান্ট স্থাপনের মোট খরচ ৪ বছর ৭.৩ মাসে উঠে আসা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, একবার একটি প্লান্ট নির্মান করার পর এটি কমপক্ষে ৩০ বছর চালানো সম্ভব।

৪.২ নিবিড় পরিবীক্ষণে মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের গুণবাচক বিশ্লেষণ

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি): তথ্য সংগ্রহকালে (৮ এপ্রিল থেকে **২৯** এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত) ৪টি তথ্যসংগ্রকারীদল নিজ নিজ নির্ধারিত এলাকায় প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি এফজিডিসমূহ যুগপৎ পরিচালনা করেন। মোট ১০টি উপজেলায় যথাক্রমে: কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ; ডামুড্যা, শরীয়তপুর; হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর; নাসির নগর, বি. বাড়ীয়া; হাতিবান্ধা, লালমনির হাট; ডুমুরিয়া, খুলনা; নলছিটি, ঝালকাঠী; বেতাগী, বরগুনা; জৈন্তাপুর, সিলেট ও বড়লেখা, মৌলভীবাজারে এফজিডি পরিচালনা করেন। উক্ত এফজিডিসমূহে বায়োগ্যাসের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বেরিয়ে এসেছেঃ

- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের পুর্বে মুরগীর বিষ্ঠা চারদিকে দূর্গন্ধ ছড়াতো, পরিবেশ নষ্ট করতো , বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে দূর্গন্ধমুক্ত পরিবেশ বজায় আছে।
- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে গোবর ও মুরগীর বিষ্ঠা যা আগে কাজে লাগতো না, তা প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। পাশাপাশি উন্নত মানের সার প্রস্তুত করা হচ্ছে, যা জমিতে সার হিসেবে এবং পুকুরে মাছের খাবার হিসেবে ব্যাবহার করা হচ্ছে।
- উন্নত মানের সার ব্যবহার করে কৃষিকাজে উন্নতি হচ্ছে, রাসায়নিক সার ব্যাবহারের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাচ্ছে, ফলে সার কারখানা ও সার আমদানীর চাপ কমবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- গ্রামে গঞ্জে গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে রান্নার কাজ সহজ হয়েছে এবং মহিলারা অন্য কাজে সময় দিতে পারছেন। যেহেতু সহজে রান্না করা যায়, হাড়ি-পাতিল কালো হয় না, তাই গ্যাসের চুলা ব্যবহারকারিরা খুবই সন্তুষ্ট।
- ঝুঁকিবিহীণ গ্যাস আহরণ, গ্যাস ব্যবহারের কোন অসুবিধা নেই, ধোঁয়াহীন জ্বালানি ও আরামদায়ক রান্নার ব্যবস্থা হওয়ায় আধুনিক ও উন্নত জীবন যাপনের ব্যবস্থা হচ্ছে, জীবনযাত্রার মান বাড়ছে।

- গ্যাস ব্যবহারের ফলে আর লাকড়ী কিনতে হয় না, লাকড়ীর জন্য গাছ কাটতে হয় না। জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমছে, ফলে বন উজাড় হ্রাস পাচ্ছে।
- বায়োগ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা পূরন হচ্ছে, বাতি, ফ্যান এমনকি জেনারেটর চালানো সম্ভব হচ্ছে।
- প্রথম দিকে যে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হতো তাতে চুলায় গ্যাসের সাথে পানি আসতো, এখন আর তেমনটি হয় না।
- কোন প্রকার অসুবিধায় পড়লে যুব উন্নয়ন অফিস হতে সহযোগিতা করা হয়, যুব সমাজের সাথে মিটিং করে তাদেরকে এ ব্যাপারে আরো সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ করতে হবে।
- প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে সকল সম্ভাব্য সকল উপজেলায় বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা যায়।
- গরু কেনার জন্যে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিৎ, পাইলট প্রকল্পে গরু কেনার জন্য ঋণের ব্য বস্থা ছিল। প্লান্ট স্থাপনের জন্য ভর্তুকির পরিমান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে প্লান্টের আকার অনুযায়ী ভর্তুকি বৃদ্ধি ও ঋণ সুবিধা দিলে ভাল হয়।
- ঋণ গ্রহনে বিদ্যমান জটিলতা যথা জমির দলিল, খাজনার রশিদ, দলিল না থাকলে সরকারি প্রতিষ্ঠানের গণ্যমান্য ব্যক্তির গ্যারান্টর হওয়া ইত্যাদি কমানো প্রয়োজন।

৪.৩ কেস স্টাডি

তথ্যসংগ্রহকারীগণ তথ্য সংগ্রহকালেই নির্ধারিত উপজেলাসমুহে তথ্যের ভিত্তিতে একজন সফল ও একজন অসফল সুবিধাভোগীর কেসষ্টাডি করেন । কেস ষ্টাডিতে প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা ভোগীর সর্বোচ্চ সফলতা সম্পর্কে একটি এবং সর্বনিম্ন সফলতা/ ব্যর্থতা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা হয় । সাথে সাথে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যাতে কেস ষ্টাডি হতে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রকল্প হতে অধিক সুবিধা লাভ করা যায়। তবে কেস স্টাডিসমুহে দেখা যায় বিফলতার চেয়ে সফলতার পরিমাণই বেশী।

যারা পরিকল্পিতভাবে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং কাঁচামাল (গোবর/মুরগীর বিষ্ঠা) ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন, তারা সফল হয়েছেন । যারা কাঁচামাল ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেননি তারা সফল হতে পারেননি। কেস ষ্টাডির জন্য নির্বাচিত ব্যাক্তিবর্গের তালিকা এবং বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট- ৮ এ উল্লেখ করা হল।

৪.৪ নিবিড় সাক্ষাৎকার

এফজিডি ও কেস স্টাডির পাশাপাশি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সার্বিক মূল্যায়নে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিশেষ করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর , যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, এর বিভিন্ন উচ্চ- পদস্থ কর্মকর্তা গণের নিকট থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিবিড় সাক্ষাৎকার থেকে নিম্নোক্ত বিষয়াদি জানা যায়ঃ

- এটি একটি গ্রিণ প্রকল্প, এ থেকে পাওয়া বায়োগ্যাস একটি গ্রিণ এনার্জি, যা পরিবেশ বান্ধব এবং এদেশের বিস্তৃত গ্রামীণ জনপদের জ্বালানি চাহিদা পূরণে সক্ষম। ফলে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে, বনউজাড় রোধ হয়ে ইকো-সিস্টেমের উন্নয়ন হচ্ছে।
- এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রকল্পটি সারা দেশে সম্প্রসারিত হলে বিস্তৃত গ্রামীণ জনপদের জীবন যাত্রার মান উন্নিত হবে। জৈব বর্জ্যের চক্রায়নের মাধ্যমে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পটি গ্রামীণ উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।
- তবে প্রকল্প প্রণয়নের কাজ যৌক্তিকভাবে করা হয়নি, ফেজ-১ এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়নি। ফেজ-১ এ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৮০০ টি প্লান্ট, বাস্তবায়িত হয়েছিল ৪০৩৮ টি (অর্থাৎ ৮৪.১২%), অতএব সে আলোকে ফেজ-২ এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সমীচীন ছিল।
- ফেজ-১ এ ১০ উপজেলার জন্য ঋণ তহবিল ছিল ১০৯৭.৩৪ লক্ষ টাকা, কিন্তু ফেজ-২ এর মূল ডিপিপিতে ঋণ তহবিল ছিল না, সংশোধনের পর আরডিপিপিতে ৬৬টি উপজেলার জন্য ১০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল পাওয়া যায়।

- ফেজ-১ এ কমিউনিটি সুপারভাইজারের পদ ছিল ১০ টি, অথচ ফেজ-২ এ সংখ্যা মাত্র ১ টি নির্ধারণ করা হয়, আর আরডিপিপিতে তা ৩টি তে উন্নীত হয়।
- ফেজ-১ এ প্লান্টসহ এর উপকরণ গরু/ মুরগীর খামার স্থাপনের জন্য ঋণ দেওয়া হত, অথচ ফেজ-২ তে শুধুমাত্র গ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য ঋণ দেওয়া হচ্ছে।
- প্রকল্পের এলাকা নির্বাচন যৌক্তিক নিবিড় সার্ভের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়নি, বরং অনুমোদন প্রক্রিয়াকালে রাজনৈতিক বিবেচনায় ১৪টি উপজেলা পরিবর্তন ও ৬টি উপজেলা নতুন অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- প্রকল্প মেয়াদের একটি বড় অংশ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ ও প্রকল্প সংশোধনের কাজে অতিবাহিত হওয়ায় প্রকল্পের কার্যকরি সময় কমে যায়, কিন্তু সে অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ পূনঃনির্ধারণ করা হয়নি, বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ পূনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।
- প্রকল্পটি সম্প্রসারিত হলে এদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির ব্যাপক জ্বালানি চাহিদা পূরণ হবে, অর্থনৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি পাবে। অতএব যেসকল উপজেলায় কাঁচামালের পর্যাপ্ততা রয়েছে সেসকল উপজেলায় প্রকল্পটি সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৪.৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

সারণি ৪.৭: প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	**অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:**
বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে রান্না এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সম্ভাবনা উন্মোচন;	বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে রান্না এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে; প্রকল্প বাস্তবায়িত এলাকায় জনগণ সুফল ভোগ করছেন।
ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তার;	আলোচ্য প্রকল্পে প্লান্ট নির্মান ঋণ ব্যতিত কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কোন ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হয়না, যা পাইলট প্রকল্পে চালু ছিল। তবে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্যাস অন্যত্র সরবরাহ করায় কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
বায়োগ্যাস প্লান্টে পচনশীল বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা;	বায়োগ্যাস প্লান্টে পচনশীল বর্জ্যের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং বনউজাড় রোধ করে দেশের ইকো-সিস্টেমের উন্নয়ন;	রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং বন উজাড় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে, দেশের ইকো-সিস্টেমের উন্নয়ন হচ্ছে;
খামারে বায়োগ্যাস পদ্ধতি প্রবর্তনের সুবিধা সম্পর্কে ডেইরি ও পোল্ট্রি খামারি, স্থানীয় নেতা ও যুবনেতাদের সচেতন করা;	পূর্বের তুলনা য় সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও এখনো সচেতনতার অভাব পরিলক্ষ্যিত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রচারণার অভাব রয়েছে;
জৈব বর্জ্যের চক্রায়নের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জৈব সার উৎপাদন;	জৈব বর্জ্যের চক্রায়নের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ব্যবহারের জন্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে;
গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে তারা এ অতিরিক্ত সময় অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় করতে পারেন।	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে তারা এ অতিরিক্ত সময় অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় করতে পারছেন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে , প্রকল্পের অধিকাংশ উদ্দেশ্যই অর্জিত হয়েছে , তবে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ চালু না থাকায় এর মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বিস্তার সম্ভব হয়নি এবং প্রচারণার অভাবে বায়োগ্যাসের ব্যাপারে জনগণের মাঝে কাঙ্ক্ষিত সচেতনতা অর্জিত হয়নি।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহের তথ্য পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

যে সমস্ত প্যাকেজে ক্রয় প্রক্রিয়া (PPA-২০০৬/PPR-২০০৮) প্রতিপালিত করা হয়েছে নিম্নলিখিত ছকে তার বিবরণ দেয়া হলো

সারণি ৫.১: উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়ের বর্ণনা	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কতৃপক্ষ	অর্থায়ণের উৎস
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মটর সাইকেল	৬২টি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	জিওবি
২	আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, স্টিলের আলমীরা, ফাইল কেবিনেট ৬২টি উপজেলার জন্য)	৬২টি	পিপিআর-২০০৮ এর ৭৫(৩) বিধি অনুসারে গণপূর্ত বিভাগ থেকে সরাসরি ক্রয়	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	জিওবি
৩	আসবাবপত্র সংগ্রহ কম্পিউটার টেবিল-চেয়ার সহ	৬৫	পিপিআর-২০০৮ এর ৭৫(৩) বিধি অনুসারে গণপূর্ত বিভাগ থেকে সরাসরি ক্রয়	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	জিওবি
৪	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক বিষয় সংগ্রহ	৬৫	পিপিআর-২০০৮ এর ৭৫(৩) অনুসারে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	জিওবি
৫	ভাড়ার গাড়ি সংগ্রহ	০১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	জিওবি
৬	শর্টফিল্ম সংগ্রহ	০১	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	জিওবি
৭	এসি সংগ্রহ	০২	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	জিওবি

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়ের বর্ণনা	দরপত্র আহবান	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	মূল্যায়নে কৃতকার্যের সংখ্যা	সর্ব নিম্ন দরদাতার নাম	দর (লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ/চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পন্ন
		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
০১	মটর সাইকেল-৬২টি	২৩-০১-২০১৫	৫টি	৩টি	নিলয় মটর্স লিঃ	৮৪.০৭	০৭-০৪-২০১৫	২৭-০৪-২০১৫
০২	আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, স্টিলের আলমীরা, ফাইল কেবিনেট ৬২টি উপজেলার জন্য)	১৬-০৩-২০১৬	সরাসরি (গণপূর্ত বিভাগ থেকে ক্রয়)	পিপিআর-২০০৮ এর ৭৫(৩) বিধি অনুসারে গণপূর্ত বিভাগ থেকে সরাসরি ক্রয়	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	৩৮.৪৩	৩০-০৩-২০১৫	৩০-০৬-২০১৫
০৩	আসবাবপত্র সংগ্রহ কম্পিউটার টেবল-চেয়ার সহ	১০-০২-২০১৬	সরাসরি (গণপূর্ত বিভাগ থেকে ক্রয়)	সরাসরি (গণপূর্ত বিভাগ থেকে ক্রয়)	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	৯.৭৪	০৮/০৩/২০১৬	৩০-০৬-২০১৬
০৪	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক বিষয় সংগ্রহ	১৮-৫-২০১৬	সরাসরি(বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে	সরাসরি(বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে	ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওর্য়াকস লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, বন্দর, ঢাকা।	৪৫.৪৪	২৬-০৪-২০১৬	২৬-০৫-২০১৬
০৫	ভাড়ার গাড়ি সংগ্রহ	২২/১২/২০১৫	৩টি	৩টি	সাদ এন্টারপ্রাইজ ১২/১ পশ্চিম মালিবাগ, ঢাকা	দৈনিক ভাড়া ৩,২০০/-	২০/০১/২০১৬	২১-০১-২০১৬

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়ের বর্ণনা	দরপত্র আহবান	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	মূল্যায়নে কৃতকার্যের সংখ্যা	সর্ব নিম্ন দরদাতার নাম	দর (লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ/চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পন্ন
০৬	শর্টফিল্ম সংগ্রহ	৩০-০৫-২০১৬	৩টি	৩টি	রিলায়েন্স এ্যাডভারটাইজিং মনিপুরী পাড়া, তেঁজগাঁও, ঢাকা।	২.৯৯	০৯/০৬/২০১৬	১০/০৬/২০১৬
০৭	এসি সংগ্রহ	২৬/০১/২০১৬	৩টি	৩টি	প্রিন্টার হসপিটাল মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।	২.৯৯	১৩-০৩-২০১৬	১৬-০৩-২০১৬

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়ের বর্ণনা	মান নিরুপণের তারিখ	অর্থ পরিশোধের তারিখ	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	কোন পর্যায়ে কতদিন বিলম্ব হয়েছে	বিলম্ব হওয়ার কারণ কি	অন্য কোন মন্তব্য যদি থাকে
		১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
০১	মটর সাইকেল-৬২টি	২৭-০৪-২০১৫	৩০-০৬-২০১৫	৮৪.০৭	-	-	-
০২	আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, স্টিলের আলমীরা, ফাইল কেবিনেট ৬২টি উপজেলার জন্য)	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার পূর্বে নমুনা আসবাবপত্র দেখা হয়েছে।	৩০-০৬-২০১৫	৩৮.৪৩	-	-	-
০৩	আসবাবপত্র সংগ্রহ কম্পিউটার টেবল-চেয়ার সহ	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার পূর্বে নমুনা আসবাবপত্র দেখা হয়েছে।	৩০-০৬-২০১৬	৯.৭৪	-	-	-
০৪	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক বিষয় সংগ্রহ	১৮-৫-২০১৬	৩০-০৬-২০১৬	৪৫.৪৪	-	-	-
০৫	ভাড়ার গাড়ি সংগ্রহ	১৪-০১-২০১৬	মাসভিত্তিক গাড়ি ব্যবহার অনুযায়ী বিল পরিশোধ করা হয়	দৈনিক ভাড়া ৩,২০০/-	-	-	-
০৬	শর্টফিল্ম সংগ্রহ	১৪-০৬-২০১৬	২৮-০৬-২০১৬	২.৯৯	-	-	-
০৭	এসি সংগ্রহ	১৬-০৩-২০১৬	১৮-০৫-২০১৬	২.৯৯	-	-	-

সারণি ৫.২: পণ্য খাতের প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম মূল্যায়ন

ক্রঃ	কার্যক্রম	weeiY
১	কাজের নাম	Procurement of Goods for Motorcycle
২	দরপত্র প্রকাশের তারিখ	২৩-০১-২০১৫
৩	প্রকাশিত প্রচার মাধ্যম (নাম)	দৈনিক আমাদের অর্থনীতি ও The daily observer
৪	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময়	২৩-০১-২০১৫ থেকে ১৫/০২/২০১৫; বিকাল ৫:০০ টা
৫	দরপত্র গ্রহণের তারিখ ও সময়	১৬/০২/২০১৫ তারিখ দুপুর ১২:০০ টা পর্যন্ত
৬	প্রাপ্ত মোট দরপত্র সংখ্যা	০৫টি
৭	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	০৮/০৩/২০১৫ তারিখ সকাল ১১:০০ টা
৮	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০৩টি
৯	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার সংখ্যা ও তারিখ	৪টি (২৩-১২-২০১৪, ১৯-০১-২০১৫, ১৬-০২-২০১৫ ও ৮-০৩-২০১৫)
১০	মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	০৮/০৩/২০১৫
১১	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (HOPE)	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২	নোয়া (NoA) প্রদানের তারিখ	২৫-০৩-২০১৫

১৩	মোট চুক্তি মূল্য	টাকায় ৮৪,০৭,২০০/-
১৪	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	০১-০৪-২০১৫
১৫	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	০৭-০৪-২০১৫
১৬	কার্য সম্পাদনের তারিখ	২৭-০৪-২০১৫
১৭	কার্য বাস্তবায়নকালীন মনিটরিং কার্যক্রমের বর্ণনা	-------
১৮	কার্যসম্পাদনোত্তর তা বুঝে নেয়া (কোন কমিটি গঠন করা হয়েছিল কিনা)	
১৯	কার্য সম্পাদনে কোনরূপ ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তার কারণ	না
২০	বাস্তবায়নকালীন চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল কিনা	না
২১	সার্বিক কার্যক্রমে সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা	হাঁ
২২	কম্পিউটার সার্ভার সঠিকভাবে ফাংশানিং করছে কিনা	প্রযোজ্যনয়
২৩	কম্পিউটার সার্ভারের ব্যাক-আপ আছে কিনা	প্রযোজ্যনয়
২৪	ব্যাক-আপ থাকলে কিভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে?	প্রযোজ্যনয়

সারণি ৫.৩: পণ্য খাতের প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম মূল্যায়ন

ক্রঃ	কার্যক্রম	weeiY
১	কাজের নাম	Procurement of Goods for Renting Vehicles
২	দরপত্র প্রকাশের তারিখ	২২-১২-২০১৫
৩	প্রকাশিত প্রচার মাধ্যম (নাম)	দৈনিক আমাদের অর্থনীতি ও কালের কন্ঠ
৪	দরপত্র বিক্রয় আরম্ভ এবং শেষ হওয়ার তারিখ ও সময়	পত্রিকায় প্রকাশের পর থেকে ১৩/০১/২০১৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত
৫	দরপত্র গ্রহণের তারিখ ও সময়	১৪/০১/২০১৬ তারিখ দুপুর ১২:০০ টা পর্যন্ত
৬	প্রাপ্ত মোট দরপত্র সংখ্যা	০৩ টি
৭	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	১৪/০১/২০১৬ তারিখ দুপুর ১২:৩০ টা পর্যন্ত
৮	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০৩ টি
৯	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার সংখ্যা ও তারিখ	২ টি (১৭-১২-২০১৫, ১৪-১২-২০১৬)
১০	মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	২০-০১-২০১৬
১১	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (HOPE)	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ণ অধিদপ্তর
১২	নোয়া (NoA) প্রদানের তারিখ	-
১৩	মোট চুক্তি মূল্য	দৈনিক @ ৩,২০০/- হিসাবে
১৪	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	২০-০১-২০১৬
১৫	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	২০-০১-২০১৬
১৬	কার্য সম্পাদনের তারিখ	২১-০১-২০১৬
১৭	কার্য বাস্তবায়নকালীন মনিটরিং কার্যক্রমের বর্ণনা	-------
১৮	কার্যসম্পাদনোত্তর তা বুঝে নেয়া (কোন কমিটি গঠন করা হয়েছিল কিনা)	হাঁ
১৯	কার্য সম্পাদনে কোনরূপ ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তার কারণ	না
২০	বাস্তবায়নকালীন চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল কিনা	-
২১	সার্বিক কার্যক্রমে সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা	হাঁ
২২	কম্পিউটার সার্ভার সঠিকভাবে ফাংশানিং করছে কিনা	প্রযোজ্যনয়
২৩	কম্পিউটার সার্ভারের ব্যাক-আপ আছে কিনা	প্রযোজ্যনয়
২৪	ব্যাক-আপ থাকলে কিভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে?	প্রযোজ্যনয়

সারণি ৫.৪: পণ্য খাতের প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম মূল্যায়ন

ক্রঃ	কার্যক্রম	বিবরণ
১।	কাজের নাম	Procurement of Goods for Desktop Computer, Printer I UPS total number = ৬৫ set
২।	দরপত্র প্রকাশের তারিখ	পিপিআর ২০০৮ বিধি ৭৫(৩) মোতাবেক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী-এর মাধ্যমে ক্রয় কায সম্পাদন করা হয়েছে বিধায় দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ প্রযোজ্য নয়
৩।	প্রকাশিত প্রচার মাধ্যম (নাম)	-
৪।	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষ তারিখ ও সময়	-
৫।	দরপত্র গ্রহণের তারিখ ও সময়	প্রাক্কলন, মূল্য প্রস্তাব ও কারিগরী বিবরণী দাখিল ১৬-০৩-২০১৬খ্রিঃ
৬।	প্রাপ্ত মোট দরপত্র সংখ্যা	০১ টি
৭।	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	-
৮।	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	০১ টি
৯।	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার সংখ্যা ও তারিখ	৪টি(০৩-০৩-২০১৬, ০৭-০৪-২০১৬, ২৬-০৪-২০১৬ ও ১০-০৫-২০১৬
১০।	মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ	০৭-০৪-২০১৫
১১।	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (HOPE)	মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২।	নোয়া (NoA) প্রদানের তারিখ	--
১৩।	মোট চুক্তি মূল্য	টাকায় ৪৫,৪৩,৫০০/-
১৪।	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	----
১৫।	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	২৬-০৪-২০১৫
১৬।	কার্য সম্পাদনের তারিখ	১৮-০৫-২০১৬
১৭।	কার্য বাস্তবায়নকালীন মনিটরিং কার্যক্রমের বর্ণনা	-------
১৮।	কার্যসম্পাদনোত্তর তা বুঝে নেয়া (কোন কমিটি গঠন করা হয়েছিল কিনা)	হ্যাঁ
১৯।	কার্য সম্পাদনে কোনরূপ ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তার কারণ	না
২০।	বাস্তবায়নকালীন চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল কিনা।	না
২১।	সার্বিক কার্যক্রমে সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা।	হ্যাঁ
২২।	কম্পিউটার সার্ভার সঠিকভাবে ফাংশানিং করছে কিনা?	প্রযোজ্য নয়
২৩।	কম্পিউটার সার্ভারের ব্যাক-আপ আছে কিনা?	প্রযোজ্য নয়
২৪।	ব্যাক-আপ থাকলে কিভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে?	প্রযোজ্য নয়

প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বড় ধরণের কোন প্যাকেজ ক্রয় করা হয়নি। সর্বোচ্চ ৮৪.০৭ লক্ষ টাকায় রেজিষ্ট্রেশন ব্যয়সহ ৬২টি ১০০সিসি হিরো ডিল্যাক্স মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে , ৪৮.১৭ লক্ষ টাকায় ৬৯ সেট কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ (প্রতি সেটে ১টি কম্পিউটার, ১টি লেজার প্রিন্টার ও ১টি ইউপিএসসহ) সংগ্রহ করা হয়েছে যা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করা হয়েছে, ৪৮.১৮ লক্ষ টাকায় আসবাবপত্র ক্রয় ও দৈনিক ৩২০০ টাকা হারে ভাড়ায় গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভাড়া গাড়ি খাতে ২৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। বাকি দুইটি আইটেম যথাক্রমে শর্টফিল্ম সংগ্রহ ৩.০০ লক্ষ টাকা একবং এসি সংগ্রহ ৩.০০ লক্ষ টাকা। প্যাকেজ গুলো ক্ষুদ্র এবং অল্প টাকার মধ্যে ক্রয় করা হয়েছে এবং ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করা হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ প্রকলের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য এবং সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বড় ধরণের কোন প্যাকেজ ক্রয় করা হয়নি। সর্বোচ্চ ৮৪.০৭ লক্ষ টাকায় রেজিষ্ট্রেশন ব্যয়সহ ৬২টি ১০০সিসি হিরো ডিল্যাক্স মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে , ৪৮.১৭ লক্ষ টাকায় ৬৯ সেট কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ (প্রতি সেটে ১টি কম্পিউটার, ১টি লেজার প্রিন্টার ও ১টি ইউপিএসসহ) সংগ্রহ করা হয়েছে যা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করা হয়েছে, ৪৮.১৮ লক্ষ টাকায় আসবাবপত্র ক্রয় ও দৈনিক ৩২০০ টাকা হারে ভাড়ায় গাড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভাড়া গাড়ি খাতে ২৫.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। বাকি দুইটি আইটেম যথাক্রমে শর্টফিল্ম সংগ্রহ ৩.০০ লক্ষ টাকা একবং এসি সংগ্রহ ৩.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকলের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহের কেস স্টাডিসমূহ পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্যাকেজ গুলো ক্ষুদ্র এবং নির্ধারিত অল্প টাকার মধ্যে ক্রয় করা হয়েছে এবং ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী করা হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

গুণগত মান ও পরিমাণ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের মূল কাজ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন। মাঠ পর্যায়ে জরিপ এবং পরিদর্শন করে দেখা যায় স্থাপিত বায়োগ্যাস প্লান্ট গুলোর গুণগত মান এবং পরিমাণ প্রকল্প অফিস কর্তৃক দেয়া তথ্য অনুযায়ী সঠিক আছে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

(ক) আরডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

- প্রকল্পের শিরোণাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সংযোগ নেই। প্রকল্পের শিরোণাম ‘দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তিনির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা’, অথচ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পদ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কোন আলোচনা নেই। বরং প্রকল্পটি বর্জ্য (হাঁস মুরগীর বিষ্টা ও গরুর গোবর) ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রণয়ন করা হয়েছে।
- প্রকল্পটি ব্যাপক প্রযুক্তিনির্ভর নয়, বরং এটি একটি দেশীয় প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে পচনশীল বস্তু থেকে গ্যাস উৎপাদন করা হয়। এ প্রকল্পের মূল আউটপুট দারিদ্র্য বিমোচন নয় বরং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন।
- তেমনি প্রকল্পের শিরোণাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের কথা উল্লেখ থাকলেও সে লক্ষ্যে প্রকল্পে কোন কার্যক্রম রাখা হয়নি। যেমন ক্ষুদ্র ঋণের কথা বলা হলেও প্রকল্পে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কোন ক্ষুদ্র ঋণ ব্যাবস্থা রাখা হয়নি, যে ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা কেবল বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য।
- অতএব, প্রকল্পের শিরোনাম উদাহরণ স্বরূপ ‘নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যে দেশীয় প্রযুক্তিনির্ভর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা’ হতে পারত।
- প্রকল্প প্রণয়নে পাইলট প্রকল্প ফেজ-১ এর অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়নি। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, প্রকল্পের অর্থায়ন, জনবল নির্ধারণ ইত্যাদি পাইলট প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে ভাল হতো। যেমন, ফেজ-১ এ ১০ উপজেলার জন্য ঋণ তহবিল ছিল ১০৯৭.৩৪ লক্ষ টাকা, কিন্তু ফেজ-২ এর মূল ডিপিপিতে ঋণ তহবিল ছিলনা, সংশোধনের পর আরডিপিপিতে ৬৬টি উপজেলার জন্য ১০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল পাওয়া যায়। তেমনি ফেজ-১ এ কমিউনিটি সুপারভাইজারের পদ ছিল ১০ টি, অথচ ফেজ-২ এ সংখ্যা মাত্র ১ টি নির্ধারণ করা হয়, আর আরডিপিপিতে তা ৩টি তে উন্নীত হয়।
- প্রকল্পের এলাকা নির্বাচন যৌক্তিক নিবিড় সার্ভের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়নি, বরং অনুমোদনকালে ১৪টি উপজেলা পরিবর্তন ও ৬টি উপজেলা নতুন অন্তর্ভূক্ত করা হয়। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও অর্থ বরাদ্ধ রাখা হয়নি।

(খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রভাব সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

- প্রকল্পের মেয়াদের একটি বড় অংশ জনবল নিয়োগ ও প্রকল্প সংশোধনে অতিবাহিত হওয়ায় প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে আরম্ভ করা যায়নি। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়েছে। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৪ হতে শুরু হলেও মূলত জুলাই ২০১৬ থেকে ৭০% জনবল নিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করেছে এবং বর্তমানে ৮৩টি পদ শূণ্য রয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান ও প্রকল্পের কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য জনবল এর তৎপরতায় এগিয়ে গিয়েছে।
- ভর্তুকি ও ঋণসহায়তার অর্থ অর্থায়নে বিলম্ব হচ্ছে, ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।
- প্রকল্পের ব্যয় জনবল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে যেহেতু নতুন বেতন স্কেলে বেতন ভাতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- দীর্ঘ ৩ বছর ৪ মাস অতিবাহিত হওয়া সত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ায়, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে।
- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে গ্রামীণ জনগণের নানাবিধ সুবিধা হচ্ছে, যেমনঃ ধোঁয়া ও কালিবিহীন স্বাস্থ্যসম্মত জ্বালানি পাওয়া যায় বিধায় দ্রুত রান্না করা যাচ্ছে, জ্বালানি খরচ সাশ্রয় হচ্ছে ফলে এলপিজি ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমছে, পরিবেশ রক্ষা পাচ্ছে, পরিবেশের উন্নতি সাধিত হচ্ছে, পরিবেশ দূষণ হচ্ছেনা, আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জৈব সার পাওয়া যাচ্ছে যা সরাসরি ফসলের জমি ও পুকুরে সার হিসাবে ব্যাবহার করা যাচ্ছে, গবাদী পশুর চাষাবাদ বৃদ্ধি পায় ফলে দুধ, বাঁছুর, ডিম ইত্যাদি বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাচ্ছে।

- স্থানীয় যুবকদের মধ্যে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তবতার আলোকে শতভাগ প্লান্ট মালিক অনুরুপ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন ।
- বর্তমানে প্রকল্প থেকে শুধুমাত্র বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে ঋণ সহায়তা প্র দান করা হয়। প্লান্টের কাঁচামালের জন্য ঋণ প্রদান করা হচ্ছেনা। গ্রামীণ যুবকদের ইন্টিগ্রেটেড ফার্মের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে প্লান্ট স্থাপনের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামারের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

  - জুন ২০১৬ পর্যন্ত স্থাপিত বায়োগ্যাস প্লান্টের অগ্রগতি হচ্ছে ৪,০৭৫টি প্লান্ট স্থাপন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বায়োগ্যাস স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ৬৮৮৯ টির বিপরীতে ১০,০০০ টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত ৫৫৮০টি প্লান্ট (৩১.১৫%) স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। জুন ২০১৭ পর্যন্ত আরো ২০০০টিসহ মোট ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৭৫৮০টি হতে পারে।
  - ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্প অফিস ৬৮৮৯ টির বিপরীতে ১০,০০০ টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার কথা উল্লেখ করেছে। তবে অনুরুপ ৮,০০০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন সম্পন্ন করা যাবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক কর্মশালায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেক্ষেত্রে টার্গেট (৩১০০০টি)-এর শতকরা সর্বোচ্চ ৬৩ ভাগ পর্যন্ত পৌঁছানো যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে টার্গেট পূরন করা সম্ভব হবেনা।
  - প্রকল্পটি কস্ট এফেক্টিভ। একটি ফ্যামিলি সাইজ বায়োগ্যাস প্লান্টের নির্মান খরচ এলাকা ভেদে ৩০০০০-৩৫০০০ টাকা এবং প্রতি প্লান্ট থেকে মাসিক সাশ্রয় হয় গড়ে ১৬০০ টাকা। ফলে এক বছরে একটি চুলা থেকে ১৯২০০ টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব, আর প্লান্ট স্থাপনের মোট খরচ ২ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া সম্ভব। একবার একটি প্লান্ট নির্মান করার পর এটি কমপক্ষে ৩০ বছর চালানো সম্ভব।
  - প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্লান্টের গুণগত মান ভাল এবং প্লান্টের সংখ্যা প্রকল্প অফিস কর্তৃক দেয়া তথ্য অনুযায়ী সঠিক আছে। প্লান্টের গুণগত মানে কোন প্রকার বড় সমস্যা দেখা যায়নি, তবে কোথাও কোথাও গ্যাস সঞ্চালন লাইনে মাঝে মধ্যে ময়লা/ পানি জমে গ্যাস সঞ্চালনে বাধাগ্রস্থ হওয়ার কথা জানা গিয়েছে।
  - ঋণ প্রদানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরন করা হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক ঋণ অনুমোদন ও ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ অনুমোদন ও ঋণ বিতরণে কোন অনিয়মের বিষয় পরিলক্ষ্যিত হয়নি। ঋণগ্রহীতাগণ নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে থাকেন, আদায়ের হার ৯৮.৭ ভাগ।
  - ঋণ প্রদানের বিদ্যমান নীতিমালা অনুসারে ঋণ প্রাপ্তির শর্তে গ্রাহকের জমির দলিল ও গ্যারান্টর থাকতে হয়। এক্ষেত্রে মহিলা গ্রাহকদের নিজ নামে জমির দলিল না থাকায় এবং গ্যারান্টর পেতে সমস্যা হওয়ায় ঋণ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিষয়ে জমির দলিল ও গ্যারান্টর এর শর্ত শিথিল করে সহজভাবে ঋণ প্রদানের উপায় বের করা যেতে পারে।
  - প্রকল্পের আওতায় মূল কাজ হলো বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, সে লক্ষ্যে প্লান্ট স্থাপনের জন্য ভর্তুকি, ঋণ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং লজিস্টিক সাপোর্ট হিসেবে কম্পিউটার ও আসবাবপত্র বিশেষ করে মোটর সাইকেল ক্রয়। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম যথাসময়ে বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে যথাযথভাবে সম্পন্ন হলেও ভর্তুকি ও ঋণ সহায়তা কাজে অর্থায়নে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের মূল কাজ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন বিলম্বিত হয়েছে।
  - জনবল নিয়োগে বিলম্বের কারণে বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত/বাধাগ্রস্থ হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।
  - স্থাপিত বায়োগ্যাস প্লান্টসমূহ কার্যকরি ভূমিকা রাখছে, উপকারভোগীদের মধ্যে আশাব্যাঞ্জক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষ্যিত হয়েছে। আশা করা যায় যে, স্থাপিত বায়োগ্যাস প্লান্টসমূহ পরবর্তী ত্রিশ বৎসর যাবৎ গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখবে এবং গ্রামীণ জনপদের জ্বালানি চাহিদা ও জৈব সারের অভাব পূরণ করবে।
  - কমিউনিটি নেতাদের নিয়ে আলোচনা সভা , বেকার যুবক মহিলা ও পুরুষদের উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহ প্রদান কাজের জন্য কোন বরাদ্ধ না থাকায় প্রচার কাজ আশানুরুপ হচ্ছে না বিধায় এ ব্যাপারে কার্যকরি ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।

- প্রকল্পটি জনমুখী বিধায় এটি সারাদেশে যেখানে কাঁচামাল পাওয়া যায় সেসব এলাকায় সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এতে জ্বালানি সাশ্রয় হবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

(গ) প্রকল্পের সাসটেনেবিলিটি ও বহির্গমণ কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

- এটি একটি জনমুখী প্রকল্প। প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৪৯০ উপজেলার মধ্যে মাত্র ৬৬ উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। জরিপকৃত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব পরিল ক্ষ্যিত হয়েছে। স্থানীয় যুবকদের মধ্যে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তবতার আলোকে শতভাগ প্লান্ট মালিকসহ জরিপকৃত স্টেকহোল্ডারগণ এ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সম্প্রাসারণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।
- দেশের অন্যান্য উপজেলায় যেখানে কাঁচামালের প্রাপ্যতা রয়েছে সেখানে অনুরুপ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হলে গ্রাম বাংলার মানুষ উপকৃত হবে , জ্বালানি সাশ্রয় হবে, জীবনযাত্রার মান বাড়বে, বিধায় এ প্রকল্প সম্ভাবনাময় এলাকায় সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। প্রকল্পটি বন্ধ না করে অন্যান্য এলাকায় সম্প্রসারণ করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে নতুন উপজেলাসমুহে পদায়িত জনবল দিয়েই কার্যক্রম সম্প্রসারণের কাজ চালু রাখা যাবে।
- অধিকন্তু যুব উন্নয়নের অন্যান্য প্রকল্পের সাথে ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের সমন্বয় করা যেতে পারে , যেমন গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁসমুরগী পালন এর সাথে বায়োগ্যাস স্থাপন প্রকল্প সমন্বয় করা যায়। এক্ষত্রে গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামারের জন্য ঋণ সুবিধা সমন্বয় করা যেতে পারে , তাহলে বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন উদ্দেশ্যও বাস্তবায়িত হবে।

(ঘ) ঋণ বিতরণ, পরিশোধ ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে ব্যয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাইড লাইনের আলোকে ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি ও ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন পদ্ধতি বিশ্লেষণ এবং ঋণ বিতরণ ও পরিশোধ পর্যায়ে ত্রুটি বিচ্যুতি (যদি থাকে) চিহ্নিত করা

বায়োগ্যাস প্লান্ট এর আকার অনুযায়ীকাঁচামালের/গোবরের পরিমাণ, ব্যয় এবং নিম্নলিখিত ক্যাটাগরী ভিত্তিক ঋণ সুবিধা দেয়া হয়

বায়োগ্যাস প্লান্ট এর আকার (কিউবিকফুট/কিউবিকমিটার)	কাঁচামালের/গোবরের পরিমাণ (কেজি)	বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে ব্যয় (টাকা)	ঋণ সুবিধা (টাকা)
৭০/২	৫৪	৩০,০০০-৩৫,০০০	৩০,০০০
১০৫/৩	৮০	৪০,০০০-৪৫,০০০	৪০,০০০
১৬০/৪.৫	১২২	৫৫,০০০-৬০,০০০	৪৫,০০০
২১০/৬	১৬৩	৮০,০০০-৮৫,০০০	৫০,০০০
৫০০/১৪	৩৮৪	১৫০,০০০-১৬০,০০০	১০০,০০০

ডাইজেস্টারের মধ্যে গোবরের স্থিতিকাল গড়ে ৪০দিন। প্রতি কেজি গোবরে গড়ে ১.৩০ কিউবিকফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়। প্রতিটি দেশি গরু হতে গড়ে প্রতিদিন ১৫ কেজি গোবর এবং অষ্ট্রেলিয়ান গরু হতে গড়ে প্রতিদিন ৩৫ কেজি গোবর পাওয়া যায়।

ঋণ প্রদানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক ঋণ অনুমোদন ও ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ অনুমোদন ও ঋণ বিতরণে কোন অনিয়মের বিষয় পরিলক্ষিত হয়নি। ঋণগ্রহীতাগণ নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে থাকেন, আদায়ের হার প্রায় ৯৮.৭ ভাগ।

তবে ঋণ প্রদানের বিদ্যমান নীতিমালা অনুসারে ঋণ প্রাপ্তীর শর্তে গ্রাহকের জমির দলিল ও গ্যারান্টর থাকতে হয়। এক্ষেত্রে মহিলা গ্রাহকদের নিজ নামে জমির দলিল না থাকায় এবং গ্যারান্টর পেতে সমস্যা হওয়ায় ঋণ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিষয়ে জমির দলিল ও গ্যারান্টর এর শর্ত শিথিল করে সহজভাবে ঋণ প্রদানের উপায় বের ররা যেতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়ঃ SWOT Analysis

প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য , এফজিডি পরিচালনা এবং নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রকল্পের সার্বিক দিক বলে প্রতীয়মান হয়ঃ

৮.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

এটি পরিবেশ বান্ধব, একটি গ্রীণ প্রকল্প। এর ফলে ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য অর্জন হবে এবং গ্রীন হাউজ ইফেক্ট থেকে রক্ষা পাবে।

গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কালিবিহীন, ধোঁয়াহীন, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সময় সাশ্রয়ী রান্নার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রকল্পটি সম্ভাবনাময় এলাকায় সম্প্রসারিত হলে বিস্তৃত গ্রামীণ জনপদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে।

এ প্রকল্পের কাঁচা মাল সহজলভ্য, টাকা খরচ করে কিনতে হয়না। ফলে জ্বালানি সাশ্রয় হয়, এলপিজি/ প্রাকৃতিক গ্যাসের (এনজি) নির্ভরশীলতা হ্রাস করে।

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশের শিক্ষিত/ অল্পশিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কুটির শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

বড় প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বেশি বিদ্যুৎ বাল্ব জ্বালানো সম্ভব হবে। কম সম্ভাবনাময়, হাওর এলাকার ঘরে ঘরে রান্নার জন্য গ্যাস ও বাল্ব জ্বালানো সম্ভব হবে।

জৈব বর্জ্যের চক্রায়নের মাধ্যমে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে রাসায়নিক সারের উপর চাপ কমবে। প্রকল্পটি গ্রামীণ উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পটি সম্প্রসারিত হলে এ দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির ব্যাপক জ্বালানি চাহিদা পূরণ হবে, অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়ক হবে।

৮.২ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

প্রকল্প প্রণয়নের কাজ যৌক্তিকভাবে করা হয়নি । প্রকল্পের নাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাঝে যথার্থতার অভাব রয়েছে। এ প্রকল্প প্রণয়নে পাইলট প্রকল্প- ফেজ ১ এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে না পারা একটি বড় দুর্বলতা।

প্রকল্পের কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১৪ থেকে শুরু হলেও প্রকল্প মেয়াদের একটি বড় অংশ প্রকল্প সংশোধন , প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগে অতিবাহিত হয়ে যাওয়া, জনবল নিয়োগ অদ্যাবধি সম্পূর্ণ পূরণ করতে না পারা একটি দুর্বল দিক।

ভর্তুকি ও ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকা , প্রকল্পের শূণ্য পদগুলো যথাসময়ে পূরণ করতে না পারা প্রকল্পের অন্যতম দুর্বল দিক।

প্রকল্পের এলাকা নির্বাচন যৌক্তিক সার্ভের মাধ্যমে নির্ধারণ না করা বরং অনুমোদন প্রক্রিয়াকালে ১৪টি উপজেলা কতৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পরিবর্তন ও ৬টি উপজেলা নতুন অন্তর্ভূক্ত করা প্রকল্পের দুর্বলতা।

জনগণকে বায়োগ্যাসপ্লান্ট স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্ধ না থাকা একটি দুর্বল দিক।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল ও প্রচারনার অভাব, ভর্তুকির পরিমাণ কম হওয়া, হাওর ও নিম্নাঞ্চলে বর্ষার সময় বেশির ভাগ এলাকা পানিতে ডুবে যাওয়া প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য একটি দুর্বল দিক।

৮.৩ প্রকল্পের সুযোগসমূহ

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে ডেইরি ফার্ম , পোলট্রি ফার্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে , যা গ্রামীণ তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্প গড়ে তোলা সু   যোগ সৃষ্টি হয়েছে , ফলে গ্রামের শিক্ষিত অল্পশিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। /

গ্রামের বেকার যুবকদের ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং এর মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় যেখানে কখনও গ্যাস নয় বিদ্যুতের সুবিধা পাওয়ার কথা/, বায়োগ্যাসের ফলে সেখানেও এ সকল আধুনিক সুবিধা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত বর্জ্যের অবশিষ্টাংশ কৃষি জমিতে উৎকৃষ্ট মানের সার হিসাবে ব্যবহার করে ফসলের ভাল ফলন হয় এবং পুকুরে ব্যবহারের ফলে প্লাংকটন উৎপাদনে সহায়তা করে। ফলে মাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

উন্নত মানের জৈব সার বিক্রয়ের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৮.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ

দুই একটি ক্ষেত্রে সময়মত ও নিয়মিত কাঁচামাল না পাওয়া (গরু থাকা অবস্থায় বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, পরবর্তীতে গরু বিক্রয় করে দেওয়া) বায়োগ্যাস প্লান্টের জন্য একটি ঝুঁকি। দক্ষ জনবলের ও উপযুক্ত স্থানের অভাবে ত্রুটিপূর্ণ নিম্নমানের বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা একটি ঝুঁকি, ফলে কখনও প্লান্টে ফাটল ধরার ঘটনা ঘটে থাকে।

দারিদ্র্য এ প্রকল্পের একটি ঝুঁকি। কেননা সঠিক প্লান্ট স্থাপন করেও দরিদ্রতার কারনে অনেক সময় গরু বিক্রয় করে ফেলায়, কাঁচামালের সরবরাহ বিঘ্নিত হয়, ফলে একটি সচল প্লান্ট অনায়াসেই অচল হয়ে যায়। জনগণের মধ্যে বায়োগ্যাস সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারনার অভাবে বিরুপ ধারণা থাকা।

নবম অধ্যায়ঃ সুপারিশ

প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য এবং বাস্তবায়নোত্তর নিম্নোক্ত সুপারিশ করা যেতে পারেঃ

বাস্তবায়ন পর্যায়ঃ

১. যুব উন্নয়নের অন্যান্য প্রকল্পের সাথে “IMPACT” প্রকল্পের লিংকেজ স্থাপন করা যেতে পারে, যেন বায়োগ্যাস স্থাপন প্রকল্পের সাথে গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁসমুরগী পালন সমন্বয় করা যায়। এক্ষত্রে গবাদিপশু ও পোল্ট্রি খামারের জন্য ঋণ সুবি ধা সমন্বয় করা যেতে পারে , তাহলে বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন উদ্দেশ্যও বাস্তবায়িত হবে।

২. গ্রামীণ জনগণকে বায়োগ্যাসে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং প্লান্টের বর্জ্য সরাসরি জমিতে ও পুকুরে সার হিসেবে প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ প্রচারাভিযান কর্মসূ চি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে কৃষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

৩. প্রকল্প জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও যুগোপযোগি করা ও মাঠ পর্যায়ে অধিক ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহনে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এ জন্য কমিউনিটি সুপারভাইজারদের মাঠ পর্যায়ে ভ্রমনের জন্য কিস্তিতে ঋণের আওতায় মোটসাইকেল প্রদান করা যেতে পারে।

৪. ভর্তুকি ও ঋণ সহায়তার টাকা প্লান্ট স্থাপনের সময় প্রদান করা যেতে পারে । ভর্তুকির পরিমান প্লান্টের আয়তন অনুসারে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এতে বড় খামারিরা উৎসাহিত হবে, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন বাড়বে।

৫. ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ পদ্ধতি অধিকতর সহজ করা যেতে পারে। ঋণ প্রদানের বিদ্যমান নীতিমালায় গ্রাহকের জমির দলিল ও গ্যারান্টর থাকার শর্ত শিথিল করে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র এবং অগ্রিম ব্যাংক চেক গ্রহণ করে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬. সঞ্চালন লাইনে ময়লা/ পানি জমে গ্যাস-সঞ্চালন বাঁধাগ্রস্থ হলে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করে তা থেকে উত্তরণের উপায় জানা যেতে পারে।

বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ঃ

১. বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি দেশের সম্ভাবনাময় এলাকায় সম্প্রসারণের জন্য পরবর্তী পর্যায় এখন থেকেই প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিরতিহীনভাবে জনবলকে কাজে লাগানো যায়,

২. দেশের অন্যান্য উপজেলায় যেখানে কাঁচামালের প্রাপ্যতা রয়েছে সেখানে অনুরুপ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হলে গ্রাম বাংলার মানুষ উপকৃত হবে , জ্বালানি সাশ্রয় হবে, জীবনযাত্রার মান বাড়বে এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর চাপ হ্রাস পাবে বিধায় এ প্রকল্প ঐ সব এলাকায় সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৩. পূর্ববর্তী বাস্তবায়িত প্রকল্পের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রণয়ন আরো যৌক্তিকভাবে করা যেতে পারে এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচন নিবিড় সার্ভের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

উপসংহারঃ প্রকল্পটি পরিবেশ বান্ধব ও জনমুখী। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ জনগণের নানাবিধ সুবিধা হচ্ছে। প্রকল্পটি সম্ভাবনাময় এলাকায় সম্প্রসারিত হলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির ব্যাপক জ্বালানি চাহিদা পূরণ হবে। প্রাকৃতিক গ্যাসের/এলপিজির উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে। ক্ষুদ্র ব্যবসা ও আত্ন কর্মসংস্থান ও কুটির শিল্প বৃদ্ধি পাবে। গ্রামীণ জনপদের জীবন যাত্রার মানের উন্নতিসহ অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়ক হবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

প্রশ্নমালা সেট-১

“দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়) (সংশোধিত)” নিবিড় মনিটরিং-এর লক্ষ্যে উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা

উত্তরদাতার নাম:... মোবাইল নম্বর...

বয়স:.................................... লিঙ্গ:...

পিতার নাম:...

শিক্ষাগত যোগ্যতা:................................. পেশা:..

বাৎসরিক আয়:....................................... বাৎসরিক ব্যয়:..

গ্রাম:..উপজেলা.................................জেলা.......................................

১.	বায়ো গ্যাস প্লান্ট কখন স্থাপন করা হয়েছে?	☐☐☐	তারিখ
২.	যন্ত্রপাতি স্থাপনে কত সময় ব্যয় হয়েছে?	☐☐	মাস, দিন
৩.	আপনার কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে?	☐	টাকা
৪.	বায়ো গ্যাস প্লান্ট চালু আছে কি?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৫.	বায়ো গ্যাস প্লান্ট এর মাধ্যমে কোথায় কোথায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়?		
৬.	বায়ো গ্যাস প্লান্ট এর মাধ্যমে কয়টি চুলায় গ্যাস সরবরাহ করাহয়?	☐	সংখ্যা
৭.	উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় কি?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৮.	বায়ো গ্যাস প্লান্ট এর মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়?		
	বৈদ্যুতিক বাতি সংখা	☐ ☐	সংখ্যা
	পাখা সংখ্যা		
	ফ্রিজ সংখ্যা	☐	
	টেলিভিশন সংখ্যা	☐	
	জেনারেটরের ক্ষমতা (ভিএ)	☐	
৯.	গ্যাস সরবরাহের জন্য আপনার মাসিক সাশ্রয়/আয় কত? সাশ্রয়	☐	টাকা
	আয়	☐	
১০.	গ্যাস সরবরাহের কাজ কি নিয়মিত চালু আছে কি?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না

১১. বায়ো গ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত কাঁচা মাল কোথা থেকে পেয়ে থাকেন?.......................................

১২. বায়ো গ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত কাঁচা মাল কি নিয়মিত পেয়ে থাকেন? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

১৩. আপনি কি প্রকল্প থেকে কোন ঋণ পেয়েছিলেন? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

১৪. আপনি কি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেন? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

১৫. নিয়মিত ঋণ পরিশোধ না করলে কিকি ব্যবস্থা নেয়া হয়?..

১৬. ঋণ গ্রহীতা বাছাইয়ের জন্য কিকি বিষয় দেখা হয়?..

১৭. ঋণ গ্রহনের জন্য কি হয়রানি হতে হয়? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

হ্যাঁ হলে কিধরনের?...

১৮. ঋণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য আপনার পরামর্শ উল্লেখ করুন ....

১৯. দেশের সর্বত্র বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে আপনি মনে করেন কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

হ্যাঁ হলে কিভাবে?..

২০. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য আশে পাশের জনগণের কি কি সুবিধা হয়েছে?..

২১. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে পরিবেশের কি কি উন্নতি সাধিত হয়েছে?....................................

২২. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে পরিবেশের কি কি অসুবিধা হয়েছে?....................................

২৩. বাস্তবতার আলোকে বর্তমানে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

২৪. প্লান্ট স্থাপনে কি কি সুবিধা সাধিত হয়েছে?

২৫. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর কি প্রভাব পড়েছে?

....

২৬. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে অর্জিত সবল দিক গুলো উল্লেখ করুন

....

২৭. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে অর্জিত দুর্বল দিক গুলো উল্লেখ করুন

....

২৮. অর্জিত দুর্বল দিকগুলো থেকে উত্তরণের উপায় কি?

উত্তরদাতার স্বাক্ষরঃ	জরিপকারীর স্বাক্ষরঃ
উত্তরদাতার নামঃ	জরিপকারীর নামঃ
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট ২

প্রশ্নমালা সেট-২

“দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়) (সংশোধিত)” নিবিড় মনিটরিং-এর লক্ষ্যে প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি/ সুপারভাইজার/উপসহকারী প্রকৌশলী/বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা

উত্তরদাতার নাম:.. মোবাইল নম্বর..................................

বয়স:................................ লিঙ্গা:...

শিক্ষাগত যোগ্যতা:...

পদবী:.. প্রতিষ্ঠান:...

উপজেলা:..জেলা:...

১. আপনি কি কোন বায়ো গ্যাস প্লান্ট পরিদর্শন করেছেন?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
২. হ্যাঁ হলে কয়টি প্লান্ট পরিদর্শন করেছেন?	☐	সংখ্যা
৩. পরিদর্শনকৃত প্লান্ট সমূহের মধ্যে কয়টি বায়ো গ্যাস প্লান্ট চালু আছে?	☐	সংখ্যা
৪. বায়ো গ্যাস প্লান্ট এর মাধ্যমে কোথায় কোথায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়?		
৫. গ্যাস সরবরাহের কাজ নিয়মিত চালু আছে কি?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৬. আপনার প্রকল্প এলাকায় বায়ো গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্লান্ট আছে কি?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৭. যদি হ্যাঁ হয় তবে কয়টি?	☐	সংখ্যা
৮. বায়ো গ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত কাঁচা মাল কি নিয়মিত পাওয়া যায়?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৯. ঋণ গ্রহীতা বাছাইয়ের জন্য কী কী বিষয় দেখা হয়?		
১০. নিয়মিত ঋণ পরিশোধ না করলে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়?...		
১১. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার মাধ্যমে কি লাভবান হওয়া যায়? হ্যাঁ হলে কিভাবে?...	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১২. দেশের সর্বত্র বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে আপনি মনে করেন কি? হ্যাঁ হলে কিভাবে?...	☐	১=হ্যাঁ, ২=না

১৩. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য আশে পাশের জনগণের
কি কি সুবিধা হয়েছে?...

১৪. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য আশে পাশের জনগণের কী কী অসুবিধা হয়েছে?
....

১৫. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য পরিবেশের কী কী সুবিধা হয়েছে?....................................

১৬. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য পরিবেশের কী কী অসুবিধা হয়েছে?.................................

১৭. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর কি প্রভাব পড়েছে?
কিভাবে?...

১৮. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা কর্ম পরিকল্পনার সবল দিক গুলো
উল্লেখ করুন ....

১৯. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা কর্ম পরিকল্পনার দুর্বল দিক গুলো
উল্লেখ করুন ....

২০. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা কর্ম পরিকল্পনার উপর আপনার মন্তব্য উল্লেখ করুন

....

উত্তরদাতার স্বাক্ষরঃ	জরিপকারীর স্বাক্ষরঃ
উত্তরদাতার নামঃ	জরিপকারীর নামঃ
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট ৩

প্রশ্নমালা সেট-৩
স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নমালা

উত্তরদাতার নাম:...পেশা:...

বয়স:................................ লিঙ্গ:.. মোবাইল নম্বর................................

ঠিকানা:...

১.	আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন যথাযথ হয়েছে? না হলে কেন?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
২.	বায়ো গ্যাস প্লান্ট বাস্তবায়নের কোন বাধা আছে কি? যদি হাঁ হয়, তবে বাধা কি?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৩.	বাধা অতিক্রম করার কি কি উপায় আছে?		
৪.	আপনি কি বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম সর্ম্পকে জানেন?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৫.	বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের নীতিমালা, কৌশল সর্ম্পকে জানেন কি?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৬.	আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত জনবল সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত? না হলে কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন.......................................	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৭.	বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপিত যন্ত্রপাতি সঠিক ভাবে কাজ করে কি? না হলে দিনে/ মাসে কতবার বিকল হয় ?.......................................	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৮.	বায়ো গ্যাস প্লান্ট পরিচালনায় কাঁচামাল (গোবর/বিষ্ঠা) ঠিক মত পাওয়া যায় কি?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৯.	না হলে বিকল্প কোন ব্যবস্থা আছে কি? বিস্তারিত উল্লেখ করুন	☐	১=হ্যাঁ, ২=না

১০. আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম জনগোষ্ঠির জন্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ সুবিধা বৃদ্ধি করছে? আপনার উত্তরের পক্ষে কারণসমূহ উল্লেখ করুন?..	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১১. আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে? আপনার উত্তরের পক্ষে কারণসমূহ উল্লেখ করুন?..	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১২. আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে? আপনার উত্তরের পক্ষে কারণসমূহ উল্লেখ করুন?..	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১৩. আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের ফলে পরিবেশের উন্নতি হচ্ছে? হ্যাঁ হলে কি ভাবে?..	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১৪. আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের ফলে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সাশ্রয় হচ্ছে? আপনার উত্তরের পক্ষে কারণসমূহ উল্লেখ করুন?..	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১৫. আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সুবিধা হচ্ছে? আপনার উত্তরের পক্ষে কারণসমূহ উল্লেখ করুন?..	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১৬. আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে? আপনার উত্তরের পক্ষে কারণসমূহ উল্লেখ করুন?..	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১৭. আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী সঠিক হয়েছে? আপনার উত্তরের পক্ষে কারণসমূহ উল্লেখ করুন?..	☐	১=হ্যাঁ, ২=না

১৮. আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাইড লাইন অনুযায়ী সঠিক হয়েছে? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না
আপনার উত্তরের পক্ষে কারণসমূহ উল্লেখ করুন?... ☐

১৯. আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম একটি ব্যয়বহুল কর্মপরিকল্পনা? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না
আপনার উত্তরের পক্ষে কারণসমূহ উল্লেখ করুন?...

২০. আপনি কি মনে করেন বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় সঠিক যুবকদের বাছাই করা হয়েছে? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না
আপনার উত্তরের পক্ষে কারণসমূহ উল্লেখ করুন?...

২১. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের সবল দিক গুলো উল্লেখ করুন?........................

২২. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রমের দুর্বল দিক গুলো উল্লেখ করুন?........................

২৩. চলমান কর্ম পরিকল্পনায় কোন পরামর্শ থাকলে উল্লেখ করুন?

....

....

উত্তরদাতার স্বাক্ষরঃ
উত্তরদাতার নামঃ
তারিখঃ

জরিপকারীর স্বাক্ষরঃ
জরিপকারীর নামঃ
তারিখঃ

পরিশিষ্ট ৪

প্রশ্নমালা সেট-৪

“দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়) (সংশোধিত)” নিবিড় মনিটরিং-এর লক্ষ্যে বেকার যুবকদের (যারা গ্যাস প্লান্ট স্থাপনে আগ্রহী) সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা

উত্তরদাতার নাম:.. মোবাইল নম্বর..................................

বয়স:............................... লিঙ্গ:...

পিতার নাম:...

শিক্ষাগত যোগ্যতা:...

ঠিকানা:..

১. আপনি কি কোন বায়ো গ্যাস প্লান্ট পরিদর্শন করেছেন?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
২. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপনে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে?	☐	টাকা
৩. পরিদর্শনকৃত বায়ো গ্যাস প্লান্ট চালু আছে কি?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৪. পরিদর্শনকৃত বায়ো গ্যাস প্লান্ট এর মাধ্যমে কোথায় কোথায় গ্যাস সরবরাহ করা হয়?	☐	নাম
৫. গ্যাস সরবরাহ থেকে তার মাসিক আয় কত?	☐	টাকা
৬. গ্যাস সরবরাহের কাজ নিয়মিত চালু আছে কি?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
৭. উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় কি?	☐	১=হ্যাঁ,২=না
৮. উৎপাদিত বিদ্যুৎ কি কাজে ব্যবহার করা হয়?..		
৯. বায়ো গ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত কাঁচা মাল কোথা থেকে পাওয়া যায়?......................................		
১০. বায়ো গ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত কাঁচা মাল কি নিয়মিত পাওয়া যায়?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১১. আপনি কি অনুরুপ একটি প্লান্ট স্থাপনে আগ্রহী?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১২. আপনি কি প্রকল্প থেকে কোন ঋণ নিতে চান?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১৩. আপনি কি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন?	☐	১=হ্যাঁ, ২=না
১৪. বায়ো গ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা কর্ম পরিকল্পনার উপর আপনার মন্তব্য উল্লেখ করুন		

উত্তরদাতার স্বাক্ষরঃ	জরিপকারীর স্বাক্ষরঃ
উত্তরদাতার নামঃ	জরিপকারীর নামঃ
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট ৫

প্রশ্নমালা সেট-৫

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহের (Procurement) সংক্রান্ত বিভিন্ন প্যাকেজের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় প্রশ্নমালা

উত্তর দাতার নামঃ ....
পদবী...সংস্থা...
বয়স:............................. লিঙ্গা:.......................... মোবাইল নম্বর:...............................
ঠিকানা: ....

১. প্রকল্পের আওতায় কতটি প্যাকেজে ক্রয়প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে?
....
....

২. কতটি প্যাকেজ ক্রয়প্রক্রিয়া (PPA-২০০৬/PPR-২০০৮) প্রতিপালিত করা হয়েছে?
....
....

৩. অন্য প্যাকেজগুলি (PPA-২০০৬/PPR-২০০৮) প্রতিপালিত না হলে তার কারণ উল্লেখ করুন?
....
....

৪. বিভিন্ন পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPA-২০০৬/PPR-২০০৮) অত্র প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাস্তব সুবিধা অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করুন?
....
....

৫. বিভিন্ন পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPA-২০০৬/ PPR-২০০৮) অত্র প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবায়নে আপনার পরামর্শ উল্লেখ করুন?
....
....

৬. যে সমস্ত প্যাকেজে ক্রয়প্রক্রিয়া (PPA-২০০৬/PPR-২০০৮) প্রতিপালিত করা হয়েছে নিম্নলিখিত ছকে তার বিবরণ দিন

উন্নয়ন প্রকল্পের/প্রগ্রামের ক্রয়প্রক্রিয়া

প্যাকেজ নম্বর	ক্ররেয় বর্ণনা	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কতৃপক্ষ	অর্থায়ণের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় লক্ষ টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

দরপত্র আহবান	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	মূল্যায়নে কৃতকার্যের সংখ্যা	সর্ব নিম্ন দরদাতার নাম	দর (লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ/চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পন্ন
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

মান নিরুপণের তারিখ	অর্থ পরিশোধের তারিখ	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	কোন পর্যায়ে কতদিন বিলম্ব হয়েছে	বিলম্ব হওয়ার কারণ কি	অন্য কোন মন্তব্য যদি থাকে
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

উত্তরদাতার স্বাক্ষরঃ	জরিপকারীর স্বাক্ষরঃ
উত্তরদাতার নামঃ	জরিপকারীর নামঃ
তারিখঃ	তারিখঃ

পরিশিষ্ট ৬

এফজিডি পরিচালনার জন্য চেকলিষ্ট

আলোচনার বিষয়ঃ

- প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রদান।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, অগ্রগতি, এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা।
- প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সংগ্রহ (Procurement) সম্পর্কে আলোচনা।
- প্রকল্পের আওতায় পণ্য ও সেবা পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা।
- প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমন: অর্থায়ন, ক্রয়প্রক্রিয়া, জনবল এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা।
- প্রকল্পের আওতায় বায়ো-গ্যাসপ্লান্ট স্থাপন এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা।
- নির্মিত প্লান্টের পরিমাণগত এবং গুণগত বিষয় নিয়ে আলোচনা।
- ঋণগ্রহীতা নির্বাচন এবং ঋণ বিতরণ ও ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে আলোচনা।
- প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি SWOT সম্পর্কে আলোচনা।
- প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম সমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা।

পরিশিষ্ট ৭

এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাক্তিবর্গের তালিকা

১। স্থান: কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ, তারিখঃ ২৫.০৪.২০১৭, সময়ঃ বিকাল- ৪.৩০ মিনিট

অংশগ্রহণকারীর নাম		পদবী ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
১	মোঃ সেলিম মিয়া	ব্যবসায়ী
২	মোঃ আলতাফ হোসেন মোল্লা	কমিউনিটি সুপার ভাইজার
৩	মোঃ আবদুল ওয়াহাব	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
৪	শিউলী আক্তার	উপজেলা বায়োগ্যাস সাব-এসিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
৫	মোঃ মারুফ হায়দার	অফিস সহকারী
৬	আরফানুল জান্নাত	উপজেলা ক্রেডিট এন্ড মার্কেটিং অফিসার
৭	এম.এ. আমিন	প্রধান শিক্ষক, ৮০ নোয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮	মোঃ অলিউল হক	ক্রেডিট সুপারভাইজার
৯	তাহসিনা নাজনীন	সহকারী পরিচালক, উপজেলা ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কটিয়াদি
১০	রাশিদা পারভীন	সমাজ সেবক

২। স্থান: সিদুলপুরা, গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, ডামুডা, শরীয়তপুর ,তারিখঃ ১৪.০৪.২০১৭, সময়ঃ বিকাল ৪.০০ টা

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী ও সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
১	এস.এম.আল মাসুদ	চাকুরী
২	সঞ্জিত সরদার	এনজিও কর্মী
৩	মোঃ আল মামুন	শিক্ষক
৪	মোঃ বিল্লাল সরদার	সমাজ সেবক
৫	সজীব বাগা	গণ্যমান্য ব্যাক্তি
৬	হাসেম বাগা	ব্যবসায়ী
৭	আঃ সালাম	ব্যবসায়ী
৮	মোঃ রিপন শেখ	উপকারভোগী চাকুরী
৯	মোঃ নজরুল ইসলাম	উপকারভোগী
১০	মোঃ রবিউল	মৎস্য চাষ

৩। স্থান: আলীগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর, তারিখঃ ১৭.০৪.২০১৭ সময়ঃ ০৩.৪০ মিনিট

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	মোবাইল নং
১	মোঃ মকবুল	০১৮৩৭২৮৫৫
২	মোঃ হেলাল উদ্দিন	০১৭৯১৫১৫০৮৮
৩	মোঃ ইয়াসিন	০১৬৩০৮৯৮১৪১
৪	মোঃ জাহাঙ্গীর	০১৬৮৪৮২২৩৬৩
৫	মোঃ এমদাদুল হক	০১৯১১০২১০০৮
৬	মোঃ ইছমাইল	০১৭১৪৩৭৩৫২৬
৭	মোঃ মাসুদ রানা	০১৮১৩২৪৮৮২৪
৮	মোঃ শিপন হোসেন	০১৮১৯৭২৩৫৪২
৯	মোঃ ইলিয়াশ হোসেন	০১৬১৫৩৮৫১৭১
১০	মোঃ শফিক	০১৮২৪০৩১৫৩৫

৪। স্থান: নাসির নগর, বি. বাড়ীয়া, তারিখঃ ২৮.০৪.২০১৭, সময়ঃ বিকাল- ৪.০৫ মিনিট

অংশগ্রহণকারীর নাম		পদবী ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
১	নাসির মিয়া	কমিউনিটি সুপারভাইজার
২	মোঃ ফরহাদ রহমান	উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩	ফারুকুজ্জামান ফারুক	সদস্য, জেলা পরিষদ, বি.বাড়ীয়া
৪	কাজল মিয়া	ব্যবসায়ী
৫	মোঃ শাহজাহান মিয়া	উপজেলা বায়োগ্যাস সাব-এসিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
৬	মিজান তুহিনুল হক	উপজেলা ক্রেডিট এন্ড মার্কেটিং অফিসার
৭	মোঃ আতাউল হক	বি এম শিখা সমাজ
৮	আমির উদ্দিন মাস্টার	শিক্ষক
৯	দেলোয়ার হোসেন	ব্যবসায়ী
১০	সাবিতা রাণী	চাকুরীজীবি

৫। স্থান: হাতিবান্ধা লালমনির হাট , তারিখঃ ১২.০৪.২০১৭   সময়ঃ সকাল ১০.০০ টা

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী ও সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
১	আব্দুল সালাম শিকদার	সহকারী পরিচালক
২	মোঃ ফরহাদ হোসেন	উপজেলা বায়োগ্যাস সাব-এসিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
৩	মোছাঃ ইয়াসমীন আক্তার	কমিউনিটি সুপারভাইজার
৪	মোঃ রতন মিঞা	অফিস সহকারী
৫	মোঃ বাবুল হোসেন	বায়োগ্যাস গ্যাস প্ল্যান্ট ও কৃষি
৬	রমেশ্বর বমন	বায়োগ্যাস গ্যাস প্ল্যান্ট ও কৃষি
৭	আব্দুর রহমান	বায়োগ্যাস গ্যাস প্ল্যান্ট ও কৃষি
৮	মোঃ বেলাল হোসেন	বায়োগ্যাস গ্যাস প্ল্যান্ট ও কৃষি
৯	মোঃ মশিউর রহমান	চাকুরী
১০	মোঃ আশিকুল	কৃষি

৬। স্থান: ডুমুরিয়া, খুলনা, তারিখঃ ১১.০৪.২০১৭, সময়ঃ বিকাল- ৩.৩০ মিনিট

অংশগ্রহণকারীর নাম		পদবী ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
১	এস এম কামরুজ্জামান	উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
২	প্রীতিশ রায়	উপজেলা ক্রেডিট এন্ড মার্কেটিং অফিসার
৩	মোঃ মশিউর রহমান	উপজেলা বায়োগ্যাস সাব-এসিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
৪	তাজকিয়া	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
৫	কুন্তল মন্ডল	সুবিধাভোগী
৬	বিশ্বজিৎ মন্ডল	সুবিধাভোগী
৭	প্রভাষ মন্ডল	সুবিধাভোগী
৮	সুমন দাস	সুপারভাইজার, ধ্রুব
০৯	মোশারফ হোসেন	কম্পিউটার অপারেটর দি হাঙ্গার

৭। স্থান: সরাইল বাজার, নলছিটি , . ঝালকাঠী, তারিখঃ ২১.০৪.২০১৭   সময়ঃ দুপুর- ১২.০০ মিনিট

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী ও সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
১	মোঃ জামাল তালুকদার	রাজমিস্ত্রী
২	খোকন তালুকদার	মৎস্য চাষ
৩	মোঃ আশরাফুল আমিন	এনজিও কর্মীবুরো, বাংলাদেশ
৪	মোঃ সোহাগ	ব্যবসা
৫	মোঃ রফিকুল ইসলাম	ব্যবসা
৬	সিরাজুল ইসলাম তালুকদার	গরুর খামার
৭	হাজী আব্দুল লতিফ	কৃষি
৮	সামছুল হক	কৃষি

৮। স্থান: সালেহীয়া সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা, মাঠ, বেতাগী, বরগুনা,তারিখঃ ১৯.০৪.২০১৭, সময়ঃ ১১.৩০ টা

অংশগ্রহণকারীর নাম		পদবী ও সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
১	মোঃ ফরিদ মোল্লা	রাজমিস্ত্রী
২	মোঃ সোহাগ	ঠিকাদারী
৩	মোঃ রিপন খাঁন	কৃষক
৪	মোঃ রাসেল খাঁন	উপকারভোগী
৫	মোঃ দুলাল হোসেন	ব্যবসায়ী
৬	মোঃ শামীম	প্রভাষক
৭	মোঃ হুমায়ন কবীর	ব্যবসায়ী
৮	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	মেম্বার
৯	মোঃ নাজমূল হুসাইন	এনজিও অফিসার, গ্রামীণ ব্যাংক

৯। স্থান: জৈন্তাপুর, সিলেট, তারিখঃ ২৫.০৪.২০১৭, সময়ঃ বিকাল ৩.০০ মিনিট

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী ও সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
১	জাফর ইকবাল চৌধুরী	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকতা
২	আবু সাঈদ	ইউ বি এস এ ই
৩	রাজিয়া বেগম	জোছিস
৪	আনুয়ারা বেগম	গৃহিণী
৫	কমল	গৃহিণী
৬	নাদিয়া	গৃহিণী
৭	মিনারী	গৃহিণী
৮	মোঃ তুহিন	ছাত্র
৯	শরিফা বেগম	গৃহিণী
১০	সাজেদা বেগম	ব্যবসায়ী
১১	রোজিয়া বেগম	গৃহিণী

১০। **স্থান: বড়লেখা, মৌলভীবাজার , তারিখঃ** ২৪.০৪.২০১৭, **সময়ঃ দুপুর** ১২.০০ **মিনিট**

ক্রমিক	**অংশগ্রহণকারীর নাম**	**মোবাইল নং**
১	মোঃ ময়নুল ইসলাম	০১৭৯৪২৫৪৯০০
২	মোঃ বাহার উদ্দিন	০১৭১৮৯৮০৭২৫
৩	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৭১৫১৬৮৭০৯
৪	মোঃ শরিফুল ইসলাম	০১৬২৫৩৩৯০৭৭
৫	মোঃ রাশেদুল ইসলাম	০১৭১৯৪৬৪৭৮৫
৬	মোঃ হাসানুর রহমান	০১৭২২১৫৮৩২৭
৭	মোঃ শুলতান হোসেন	০১৭৩৬৫৩২৬০০
৮	মোঃ আব্দুল ওহাব	০১৭৩৫৫৪৯৩৮০
৯	সুশান্ত সানা	০১৭৩৭০৮৫৫৮৫
১০	মোঃ জুয়েল আহমদ	০১৭৬৬৮৬৮১০৯

পরিশিষ্ট ৮

কেস ষ্টাডিকৃত ব্যাক্তিবর্গের তালিকাও কেস ষ্টাডির বিবরণ

কেস ষ্টাডিকৃত ব্যাক্তিবর্গের তালিকা

নির্বাচিত ব্যক্তি	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১। জনাব মোঃরুহুল আমিন চৌধুরী, পিতাঃ মৃত সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আলমপুর	২.চট্টগ্রাম	২৪.কুমিল্লা	২৬. কুমিল্লা সদর দক্ষিণ
২। মোঃ দুলাল হোসেন পিতাঃ মোঃ খায়রুল ইসলাম, ধানঘড়া	৪. রংপুর	৬. গাইবান্ধা	৬. সাঘাটা
৩। মোঃ আতিকুর রহমান, উল্যাসোনা তলা	৪. রংপুর	৬. গাইবান্ধা	৬. সাঘাটা
৪। মোছাঃ শিউলি, স্বামীঃ মোঃআব্দুস সাত্তার, গন্ডগ্রাম	৩.রাজশাহী	৪. বগুড়া	৪. শাজাহানপুর
৫। সিরাজ মাতব্বর ,পিতাঃপবন আলী মাতব্বর, চর নারায়ণপুর	১. ঢাকা	২.শরীয়তপুর	২.দামুড্ডা

কেস ষ্টাডির বিবরণ

কেস ষ্টাডিতে প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধা ভোগীর কতিপয় সর্বোচ্চ সফলতা সম্পর্কে এবং সর্বনিম্ন সফলতা /ব্যর্থতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। সাথে সাথে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যাতে কেস ষ্টাডি হতে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রকল্প হতে অধিক সুবিধা ভো গ করা যায় । তথ্য সংগ্রহকারীগণ তথ্য সংগ্রহকালেই তথ্যের ভিত্তিতে কতিপয় সফলও কম সফল সুবিধা ভোগীর কেসষ্টাডি করেন । কেস ষ্টাডিতে প্রকল্পের সফলতা ও কম সফলতার কারন উৎঘাটন করা হয় । আলোচনায় যে বিষয়গুলো বেড়িয়ে এসেছে তাতে দেখা যায় কম সফলতার চেয়ে সফলতার পরিমাণ বেশী। যারা পরিকল্পিতভাবে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বায়োগ্যাস প্লান্টস্থাপন এবং গোবর ও মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্যাস ও সার উৎপাদন করছে তারা সফল হচ্ছে । উল্লেখিত ৫টি কেস ষ্টাডির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

১ নং কেস স্টাডি

জনাব মোঃ রুহুল আমিন চৌ ধুরী, পিতাঃ মৃত সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী , গ্রামঃ আলমপুর পোস্টঃ পিপুলিয়া বাজার উপজেলাঃ কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, জেলাঃ কুমিল্লা, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি.এ, পেশাঃ ব্যবসা, মাসিক আয়ঃ ১,০০,০০০/-টাকা

জনাব মোঃ রুহুল আমিন চৌধুরী একজন ব্যবসায়ী। তিনি গবাদি পশু /হাঁস-মুরগীর খামার করেন। তার খামারে ২০টি গরু এবং ৫০০০ টি লেয়ার মুরগী আছে। তিনি ১৫০০ সিএফটি সাইজের বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেন। বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে উৎপাদিত গ্যাস নিজবাড়িতে এবং প্রতিবেশীর ২৪টি বাড়ীতে আবাসিক রান্নার কাজে ব্যবহার করছেন। প্লান্টটি সচল রয়েছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে ধোঁয়াহীন ও আরামদায়ক রান্না করা যায় , রান্নার লাকড়ী কিনতে হয় না , বিধায় অর্থের সাশ্রয় হয়। মহিলারা পরিবারকে সময় দিতে পারছেন । হাড়ি-পাতিল কালো হয় না, ঘরবাড়ি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। বায়োগ্যাসের স্লারি উন্নতমানের জৈব সার হিসাবে গাছে দেয়া হয় , পুকুরেও মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেন । বায়োগ্যাসের স্লারি নিজ জমিতে ব্যবহার ও বিক্রয় করেন । বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের পূর্বে রান্নার কাজে জ্বালানি খরচ বাবদ ২,০০০ টাকা ব্যয় হতো। বায়োগ্যাস প্লান্ট হতে উৎপাদিত গ্যাস বানিজ্যিকভাবে বিক্রয় করেন । বিক্রয়কৃত গ্যাস রান্নার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ।বায়োগ্যাস বিক্রয়/ব্যবহার করে ২৪,০০০ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য তিনি ঋণ গ্রহণ করেন নি। তিনি বায়োগ্যাসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সিলিন্ডারজাতকরণের চিন্তাভাবনা করছেন।

২ নং কেস স্টাডি

মোঃ দুলাল হোসেন, গ্রাম : ধানঘাড়া, ডাকঘর: মুক্তিনগর, ইউনিয়ন: মুক্তিনগর, উপজেলা : সাঘাটা,
জেলা: গাইবান্ধা

মোঃ দুলাল হোসেন একজন কৃষক। কৃষি কাজ তাদের পারিবরিক পেশা। যুব উন্নয়ন কর্তৃক ২ মাস ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহন করে ৭টি গরু দিয়ে গরুর খামার শুরু করেন। গরুর খামার ও কৃষি কা জের পাশাপাশি হাসমুরগী খামার ও পুকুরে মাছের চাষ শুরু করেন। ইম্প্যাক্ট প্রকল্পের আওতায় ১দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন করে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে

উৎসাহিত হন। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন এবং গোবর ও মুরগীর বিষ্ঠা ব্যবহার করে প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্যাস ও সার উৎপাদন করেন। গ্যাস রান্নার চুলায় ব্যবহার করেন, সার জমিতে ফসল ফলানোর কাজে এবং মাছের খাবার হিসাবে ও ব্যবহার করেন এবং অবশিষ্ট প্যাকেট করে বিক্রি করেন। এতে তার আর্থিক উন্নতিসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে জালানী কাঠের ব্যবহার কমি য়ে দিয়েছেন। গ্যাস ব্যবহারে রান্নায় সময় কম লাগে, ধোঁয়াহীন জ্বালানি, আরামদায়ক রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে, লাকড়ী কিনতে হয় না , লাকড়ীর জন্য গাছ কাটতে হয় না , সহজে রান্না করা যায় , হাড়ি-পাতিল কালো হয় না। মশা মাছির উপদ্রপ কমে গেছে, পরিবেশ সুন্দর হয়েছে। গ্যাস ব্যবহারের কোন অসুবিধা নেই, ঝুঁকি নেই, উন্নত জীবনযাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি একজন সফল বায়োগ্যাস ও সার উৎপাদনকারি।

৩ নং কেস স্টাডি

মো: আতিকুর রহমান , গ্রাম : উল্যাসোনাতলা , ডাকঘর: বোনাপাড়া, ইউনিয়ন: বোনাপাড়া, উপজেলা : সাঘাটা, জেলা: গাইবান্ধা

মো: আতিকুর রহমান এক জন দরিদ্র কৃষক। পরিবারে ৪টি গরু কিনে খামার করে দুধ বিক্রি করে কোন রকমে জীবিকা নিরবাহ করতেন। লাকড়ি, খড়ি কুড়িয়ে কষ্ট করে রান্না করতেন। যুব উন্নয়নের ইম্প্যাক্ট প্রকল্পের কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে ৫,০০০.০০ টাকা ভর্তুকী নিয়ে অতিকষ্টে ৩০,০০০.০০ টাকা ব্যয়ে একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেন। উক্ত বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে কিছুটা জ্বলানী সাশ্রয় হয়েছে। আশে পাশে লাকড়ি, খড়ি বেশি থাকায় উহা কিনতে হতো না। কিনতে হলেও অনেক কম দামে পাওয়া যেত। ফলে গ্যাস ব্যবহারের কারণে আর্থিক সাশ্রয় তেমন পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (গোবর) নিয়মিত যোগান দেয়া কষ্ট হচ্ছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে তিনি লাভবান হয়েছেন বলে তিনি মনে করেন না।

৪ নং কেস স্টাডি

মোছাঃ শিউলি, স্বামীঃ মোঃআব্দুস সাত্তার , গ্রাম : গন্ডগ্রাম , ডাকঘর: সুলতানগঞ্জ, ইউনিয়ন: সুলতানগঞ্জ বিলুপ্ত সদর পৌরসভা, উপজেলা: শাজাহানপুর, জেলা: বগুড়া।

শিউলি এক জন গৃহিণী। তিনি ১২টি উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করে খামার করেছেন। তার একটি পুকুর আছে যেখানে মাছের চাষ করেন। উপজেলা ক্রেডিট কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত করে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেছেন। উৎপাদিত গ্যাস ৩ টি চুলায় রান্নার কাজে ব্যবহার হয় ফলে রান্নায় সময় কম লাগে , ধোঁয়াহীন জ্বালানি ব্যবহারের ফলে আরামদায়ক রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে জালানি কাঠের ব্যবহার কমেছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট এর মাধ্যমে জৈব সার পাওয়া যায়,যা বিক্রি করে তিনি লাভবান হচ্ছেন। ধোঁয়াহীন জ্বালানি ব্যবহারের ফলে আধুনিক ও উন্নত জীবনযাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। গ্যাস রান্নার চুলায় ব্যবহার , সার জমিতে ফসল ফলানো , মাছের খাবার এবংঅবশিষ্ট প্যাকেট করে বিক্রি করা হচ্ছে।পরিবেশ ও আর্থিক উন্নতি, সর্বোপরি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস সাশ্রয় হচ্ছে।

৫নং কেস স্টাডি

সিরাজ মাতব্বর, গ্রাম : চর নারায়নপুর, উপজেলা : ; দামুড্ডা, জেলা: শরীয়তপুর।

সিরাজ মাতব্বর একজন কৃষক। নিজ জমিতে পুকর খনন করে মাছ চাষ করেন। তিনি একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেছেন। বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ করতে সময় লেগেছে ২১ দিন এবং খরচ হয়েছে ৩৬০০০ হাজার টাকা। তিনি ৫০০০ টাকার সাবসিডি পেয়েছেন। তার জমিতে জৈব সারের যোগান হচ্ছে/ রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস পাচ্ছে। সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে/জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে।সহজে মাছের খাবার যোগান ।বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে পরিবেশ দুষনমুক্ত হয়েছে, ধোঁয়া ও কালী হয় না/স্বাস্থ্য সম্মত রান্না হয়, লাকড়ি কিনতে হয় না, লাকড়ীর জন্য গাছ কাটতে হয় না। জৈব সার ব্যবহারে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলাদের রান্না করতে কষ্ট হয় না।

পরিশিষ্ট ৯

নিবিড় সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রঃ	**নাম ও পদবী** (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	**সংস্থা/ বিভাগ/ মন্ত্রণালয়**
১।	জনাব আনোয়ারুল করিম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
২।	জনাব আবুল হাসান, পরিচালক (যুগ্ম সচিব) পরিকল্পনা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩।	জনাব শিশির কুমার রায়, পরিচালক (যুগ্ম সচিব) প্রশাসন	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪।	জনাব মোঃ এ হামিদ খান, প্রকল্প পরিচালক	ইমপ্যাক্ট প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫।	জনাব মোঃ আজিজুল হক, যুগ্ম সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়
৬।	জনাব জোবায়দা বেগম, উপ প্রধান	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়
৭।	জনাব এসহাক, উপ পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কুমিল্লা
৮।	জনাব শেখ আবুল কালাম আজাদ, উপ পরিচালক চলতি দায়িত্ব	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নওগাঁ